Vol. 29 | No. 3 | 1986

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য : বিজ্ঞাপনের ভাষা

Volume	29
Issue	3
Year	1986
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	গোলাম মুরশিদ
Published online	June 1, 1986
DOI	10.62328/sp.v29i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i3.1
Pages	1-57
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য : বিজ্ঞাপনের ভাষা

গোলাম মুরশিদ

ফোর্ট উইলিআম কলেজ স্থাপিত হবার আগে পর্যন্ত দলিল-দস্তাবেজ আর চিঠিপত্র ছাড়া বাংলা গদ্যের তেমন কোনো নিদর্শন ছিলো না,— জনপ্রিয় এ ধারণা সুকুমার সেনই প্রথম ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।[১] কিন্তু অন্য রচনা ছিলো বলে মন্তব্য করলেও, সে জাতীয় রচনা সুকুমার সেন বড়ো একটা দেখেননি। পরবর্তীতে সুধাংশু তুঙ্গ, পঞ্চানন মণ্ডল, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ সেন, দেবেশ রায় প্রমুখের গবেষণা থেকে[২] ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার গদ্যের বহু নমুনা পাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে বেশি নমুনার খবর দিয়েছেন আনিসুজ্জামান।[৩] তাছাড়া, তিনি সে সময়কার গদ্য বিশ্লেষণ করে তার প্রকৃতিও বিচার করেছেন। কিন্তু আনিসুজ্জামানও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের একটা বড়ো উৎস নিয়ে আলোচনা করেননি। সে হলো সেকালের খবরের কাগজের বাংলা গদ্য নিয়ে। বর্তমান প্রবন্ধে সেই গদ্যের পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো।

এক

প্রথম বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালে। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর পত্রপত্রিকায় কি করে বাংলা গদ্যের নিদর্শন মিলবে, প্রথমেই এ প্রশ্নের উত্তর দিই।

কলকাতা থেকে প্রথম পত্রিকা—সাপ্তাহিক Bengal Gazette প্রকাশিত হয় ১৭৮০ সালের শুরুতে, জেমস হিকির ছাপাখানা থেকে।[৪] এ পত্রিকায় গবর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসসহ বহু সরকারী কর্মকর্তার সমালোচনা করা হতো। সমালোচনা না-বলে বরং বলা

ভালো কুৎসা রটনা করা হতো। সে জন্যে সরকারী আনুকূল্য দিয়ে ঐ বছরই আর-একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয় কীড্ আর মেসিঙ্কের মালিকানায়।[৫] এ দুটি পত্রিকায় কোনো বাংলা লেখা প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু ১৭৮৪ সালে সরকারী আনুকূল্যে এবং সরকারী প্রেস থেকে প্রকাশিত Calcutta Cazette পত্রিকায় প্রথম থেকেই বাংলা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে থাকে। যতো দিন যেতে থাকে, বাংলা বিজ্ঞাপনের সংখ্যা ততোই বৃদ্ধি পেতে থাকে। পত্রিকার এক সংখ্যায় যেমন ৩৪টি বাংলা বিজ্ঞাপন দেখতে পাই। বস্তুত, পনেরো-বিশটি বিজ্ঞাপন ১৭৯০-এর দশকের শেষ দিকে সব সংখ্যাতেই প্রকাশিত হতো। এই বিজ্ঞাপন অথবা বিজ্ঞপ্তিগুলোর অনেকটাই যথেষ্ট লম্বা। খবরের কাগজের ১২ কলাম বা তিন পৃষ্ঠা জোড়া বিজ্ঞাপন অনেকগুলোই প্রকাশিত হয়েছিলো। ১৭৮৪ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত এ জাতীয় বিজ্ঞাপনের সংখ্যা হাজার খানেক।

তখনকার সরকারী নীতি অনুযায়ী বিক্রয় বা নিলাম সংক্রান্ত খবর এবং জনগণের জরুরী গোচরে আনা প্রয়োজন এমন আইন বা বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রের মাধ্যমে ইংরেজি, বাংলা এবং ফারসিতে প্রচার করার সরকারী নির্দেশ ছিলো (দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার রীতি এমন কঠোরভাবে পালিত হতো যে, বাংলা হরফে লেখা ইংরেজি বিজ্ঞাপনও আমি দেখেছি। সম্ভবত অনুবাদক না-পাওয়ার জন্যেই ইংরেজি বিজ্ঞাপন বাংলা হরফে লিখে প্রকাশ করা হয়)। যথাসময়ে আংশিক অথবা পুরো খাজনা দিতে না-পারার জন্যে যেসব জমিদারি নিলাম হতো, তারই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিলো সবচেয়ে বেশি। জমিদারির গুরুত্ব অনুযায়ী কোনো কোনো বিজ্ঞাপন পর পর চার-পাঁচ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হতো।

জমিদারি ছাড়া, সরকারী লবণ এবং আফিমও সব সময়ে নিলামেই বিক্রি হতো। কোনো কোনো সময়ে লক্ষাধিক মণ লবণ একবারে বিক্রি হতো। অফিমও বিক্রি হতো শত শত সিন্দুক। লবণ এবং আফিম বিক্রির বিজ্ঞাপনে বিক্রয়যোগ্য লবণ ও আফিমের তথ্যাদি ছাড়াও, বিক্রির শর্তাদি বিস্তারিত উল্লিখিত হতো। সেজন্যে এসব বিজ্ঞাপন

সব সময়ে দীর্ঘ হতো। তা ছাড়া, সরকারী ঘোষণা, অধ্যাদেশ এবং অন্যান্য বিজ্ঞপ্তিও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হতো। এসব বিজ্ঞাপন প্রায় কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই ছাপা হতো ইংরেজি, বাংলা এবং ফারসি—এই তিন ভাষায়। তবে মাঝে মধ্যে দু-একটি বিজ্ঞাপন কেবল ইংরেজি এবং বাংলায় মুদ্রিত হতো। বিহার অঞ্চলের কোনো কোনো সরকারী বিজ্ঞাপন অবশ্য কেবল ইংরেজি এবং ফারসিতেও প্রকাশিত হয়েছে। ১৭৯০-এর দশকের শেষ দিকে কোনো কোনো বিজ্ঞাপন আবার ইংরেজি, বাংলা, ফারসি এবং দেবনাগরী হরফে ছাড়া হিন্দুস্তানী ভাষাতেও প্রচারিত হয়েছে। ইংরেজি, বাংলা, ফারসি এবং আরবি ভাষায় ছাপা একটি বিজ্ঞাপনও আমার চোখে পড়েছে। তাছাড়া ইংরেজি, বাংলার সঙ্গে পর্তুগীজ ভাষায় ছাপা বিজ্ঞাপনও কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছিলো।

ব্যক্তিগত অথবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন সাধারণত কেবল ইংরেজি এবং বাংলাতেই প্রকাশিত হতো। এবং এ থেকে মনে হয়, সেকালে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্র ফারসি জানতেন,—এই কিংবদন্তী সত্য নয়। হয়তো সরকারী কাজকর্মের সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ ছিলো, তাঁরা ফারসি জানতেন। কিন্তু কলকাতার শিক্ষিতদের মধ্যে বাংলা জানা লোকই বেশি ছিলেন বলে মনে হয়। সে জন্যে বিজ্ঞাপনদাতারা, যাঁদের লক্ষ্য ছিলো বেশি সংখ্যক লোকের কাছে তাঁদের বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া, তাঁরা ইংরেজি এবং বাংলাতেই বিজ্ঞাপন দিতেন। তবে সরকারী বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সাবেক রাজভাষাকে অন্যতম ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার নীতি প্রচলিত ছিলো।

হিকির Bengal Gazette-এর উপশিরোনাম ছিলো Calcutta General Advertiser, India Gazette-এর Calcutta Public Advertiser এবং Calcutta Gazette-এর উপশিরোনাম ছিলো Oriental Advertiser। কয়েক বছরের মধ্যে প্রকাশিত Calcutta Chronicle-এর উপশিরোনাম General Advertiser আর Asiatic Mirror-এর Commercial Advertiser। বস্তুত, অষ্টাদশ শতাব্দী-তে প্রকাশিত বেশির ভাগ পত্রিকার নামের সঙ্গে-ই 'বিজ্ঞাপন' কথাটির যোগাযোগ ছিলো। বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যথেষ্ট লাভজনক ছিলো।[৬] বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে দূরদূরান্তরে

বাসরত প্রবাসী ইংরেজদের কাছে য়োরোপ থেকে সদ্য আমদানি করা মদ, শুকনো শুয়োর এবং গোরুর মাংস থেকে শুরু করে বিলাস উপকরণ এবং বইপত্র বিক্রির চেষ্টা করতেন য়োরোপীয় ব্যবসায়ীরা। পত্রিকায় খবর থাকতো সামান্যই। আর যে সামান্য খবর থাকতো তার বেশির ভাগই ছিলো য়োরোপ থেকে পাওয়া বাসি খবর। টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ এবং এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় খবরও প্রকাশিত হতো। তবে পত্রিকার বারো আনাই ছিলো বিজ্ঞাপন। এবং এসব বিজ্ঞাপনের মধ্যে বেসরকারী বিজ্ঞাপনের প্রায় সবই থাকতো কেবল ইংরেজিতে। সরকারী বিজ্ঞাপনেরও বেশির ভাগ ছিলো ইংরেজিতে। কিন্তু যেসব বিষয়ে স্থানীয় জনগণকে জানানো দরকার ছিলো, সেসব বিজ্ঞাপনই ইংরেজি ছাড়া দেশীয় ভাষাতেও প্রকাশিত হতো। যেমন, ধরা যাক, হারানো-প্রাপ্তির বিজ্ঞাপন।

সেকালে, বিশেষ করে ১৭৮০-এর দশকে, বাংলা ছাপার ব্যবস্থা ছিলো কেবল কম্পানির ছাপাখানায়।[৭] সুতরাং এই ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত Calcutta Gazette পত্রিকায়ই কেবল বাংলা বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হতো। অবশ্য এর পেছনে আরো একটা কারণ ছিলো। সরকারী বিজ্ঞাপনও তখন শুধু Calcutta Gazette পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। তবে এ পত্রিকা প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত সরকারী বিজ্ঞাপন ছাপা হতো India Gazette পত্রিকায়। তারপর শস্তায় সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশের শর্তে ব্যক্তিগত মালিকানায় সরকারী প্রেস থেকে Calcutta Gazette প্রকাশ করেন ফ্রানসিস গ্ল্যাডুইন। বিনিময়ে তিনি সকল সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশের, এই পত্রিকা কম মাশুলে ডাক মারফত পাঠানোর এবং সরকারী প্রেস থেকে ছাপানোর সুযোগ পান।[৮]

দুই

Calcutta Gazette প্রকাশিত হয় ১৭৮৪ সালের চৌঠা মার্চ। পঁচিশে মার্চ, চতুর্থ সংখ্যাতেই একটি বাংলা বিজ্ঞাপন স্থান পায়। সরকারী এই বিজ্ঞাপনটি ছিলো নিম্নরূপ:

> সমস্ত লোককে এস্তহার দেয়া জাইতেছে শ্রীযুত গবনর জানরেল মেস্তর হিষ্টিন সাহেবের ঘর সকল ও বাগাত ও জমিন ওগয়রহ

মতাবেকে তপসিল জয়েল জদি ইঙ্গরেজি সন ১৭৮৪ সনের আপরেল মাষের পহিলাতক খোসখরিদে বিক্রি না হয় তবে মাস মজকুরের মধ্যে যে তারিখে নিলাম হইবে তাহার খবর এস্তহার পাইবেক বাড়ি ও জিনিষ আদি মজকুরের তালিকের ফর্দ শ্রীযুত নারকিন সাহেবের নিকট আছে যেসকল লোকের কিনিবার ইৎসা থাকে মজকুরের নিকট গিয়া ফর্দ দৃষ্টী করহ----

১ দফা মোকাম আলিপুরের সাহেব ঘর মায় জিনিষ ও নওয়াজিমা ও এমারত সকল বাগাত যে ঘরের নিকটস্ত আছে

২ দফা মোকাম আলিপুর মকুরের (মজকুরের) নুতুন ঘর মায় জিনিস ও নওয়াজিমা ও বাঙ্গলাঘর ও কৃসিকর্ম্মের সামগ্রী রাখিবার ঘর ও আস্তবল

৩ দফা হরীন আদি চরিবার স্থান ও তাহার সামিল দুই তিন কিওা জমিন যে আছে...[৭]

এই ভাষা সেকালের চিঠিপত্রের ভাষার সঙ্গে, অন্তত শব্দব্যবহারের দিক দিয়ে, সামঞ্জস্যপূর্ণ। বহুবচনের জন্যে লেখক যেসব বিকল্প ব্যবহার করেছেন, তা লক্ষণীয়। শুরুতে 'লোক'-এর বহুবচন করার জন্যে 'সমস্ত' ব্যবহার করেছেন। তারপরই আছে 'ঘরসকল'। তা ছাড়াও 'আদি' এবং 'মায়' দিয়েও বহুবচন নিষ্পন্ন হয়েছে। বৈচিত্র্যসৃষ্টির এই প্রয়াস থেকে লেখকের সচেতনতাই প্রতিফলিত হয়। সেকালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লেখক যথেষ্ট পরিমাণে আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তদুপরি মাষ, দৃষ্টী, নিকটস্ত, কৃসি এবং ইৎসার মতো বিকৃত সংস্কৃত শব্দও আছে। তখনো বর্তমান বাংলা বানানরীতি চালু হয়নি, সুতরাং এই বানানে লেখকের স্বকীয়তা কতোটা, বলা শক্ত। তবে বানান যে অস্থির, এই ছোট্রো বিজ্ঞাপন থেকেও তা বোঝা যায়। বিশেষ করে আরবি-ফারসি ও অন্যান্য বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে বানানের এই অসঙ্গতি অত্যন্ত প্রকট। এস্তহার, জানরেল, মেস্তর (মিষ্টার), বাগাত, আপরেল (April), জিনিস, জিনিষ, আস্তবল ইত্যাদি শব্দ তার প্রমাণ। বিজ্ঞাপনের নিচে তারিখ দেওয়া আছে এভাবে:

> তারিখ ২০ বিসা মাহ মার্চ সন ১৭৮৪ ইঙ্গরেজি মতোবেক ১০ চৈত্র সন ১১৯০ বাঙ্গলা

তারিখ লেখার ব্যাপারে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এখনকার মতো বিশে মার্চ না লিখে, লেখক বলেছেন তারিখ ২০ বিসা, তারপর বলেছেন মাহ মার্চ, সন ১৭৮৪ ইঙ্গরেজি। জোনাথান ডানকানের নামে প্রচলিত আইনের গ্রন্থে একই রীতিতে তারিখের কথা বলা হয়েছে। আনিসুজ্জামান একে ডানকানের ভ্রান্তি বলে মনে করেন।[১০] আসলে এটাই ছিলো সেকালের প্রামাণ্য রীতি। বিভিন্ন লেখকের কয়েকশো জায়গায় তারিখ লেখার এই রীতি থেকেই আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। তখনকার অন্যান্য বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে উপরের বিজ্ঞাপনটি যিনি রচনা/অনুবাদ করেছিলেন অনুজ্ঞায় করহ, দেখহ, বলহ ব্যবহার তার একটা বৈশিষ্ট্য। সেকালের বেশির ভাগ লেখক অনুরূপ ক্ষেত্রে কর, করো, করিবা, করুন ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন।

উপরের বিজ্ঞাপনে যে-পদক্রম অনুসৃত হয়েছে, বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তা বাংলা পদক্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করতে গিয়ে লেখক অনাবশ্যকরূপে প্রথম বাক্যটি দীর্ঘ করে ফেলেছেন। তা ছাড়া, 'এমারত সকল বাগাত যে ঘরের নিকটস্ত আছে' এবং 'দুই তিন কিত্তা জমিন যে আছে' এই দুই স্থানে 'যে'-এর অদ্ভুত অবস্থানও সম্ভবত ইংরেজি পদক্রম-প্রভাবিত। 'যে' বানানে 'য' ব্যবহার ডানকানেও লক্ষযোগ্য। কয়েক বছরের মধ্যে 'যদ্'-বাচক সবগুলো শব্দের বানানে 'জ' ব্যবহার প্রামাণ্য হয়ে দাঁড়ায়।

বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত সম্পত্তি যথাসময়ে বিক্রি না-হওয়ায়, নিলামের তারিখ ঘোষণা করে ১৫.৪.৮৪ তারিখে যে-বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করা হয়, তা নিম্নরূপ:

> সকল লোককে খবর দেয়া জাইতেছে ২২ মাহ আপরিল সন ১৭৮৪ সাল ইংরেজি শ্রীযুত গবনর জেনরেল সাহেবের বাটী-সকল ও বাগিচান ও জমিন ওগয়রহ নিলামে বিক্রি হবেক—[১১]

এখানে বাগিচান শব্দে সেকালের প্রামাণ্য 'আন' প্রত্যয় যোগে বহুবচন করা হয়েছে। ইঙ্গরেজির বদলে পাচ্ছি ইংরেজি। জানরেলের বদলে জেনরেল। বিদেশী শব্দের বেলায় বানানের এই অস্থিরতা দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিলো। এবং সংস্কৃতায়ণের ফলে, ধরা যাক, 'ইঙ্গরেজি' প্রথমে 'ইঙ্গরেজী' এবং তারপর 'ইঙ্গরাজী'তে পরিণত হয়। পরে আবার কথ্যভাষার প্রভাবে 'ইংরাজী' থেকে 'ইংরেজি' রূপ নেয়।

১৭৮৪ সালে ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে পারতেন এমন লোক বেশি ছিলেন না। সে জন্যে, আমার ধারণা, তখন ডানকান যাঁর সাহায্যে আইনের বই বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন, তিনিই প্রথম দিকের সরকারী বিজ্ঞাপনগুলোর অনুবাদ করে থাকবেন। আমার এ ধারণার অন্য কারণ এই যে, সে সময়ে প্রকাশিত সরকারী বিজ্ঞাপন-গুলোর ভাষায় কমবেশি সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আরো দুটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করছি :

১ শ্রীযুত গবনর জেনরেল সাহেব ও শ্রীযুত কৌশলি সাহেবেক জ্ঞাতো হইলেন যে টাকশালের কার্য্যে গত পাঁচ বৎসরের প্রতি বৎসর সিক্কা টাকা প্রস্তুতকরণে কম্পানীর ক্ষেতি হইতেছে এ কারণ আবশ্যক জানিয়া হুকুম করিলেন যে ইঙ্গরেজী সন ১৭৭৭ সালের ৩০ ত্রিসা মাহ জুনে এ বিষয়ের যে নিরিখ-নামা হইয়াছে তৎশেওয়ায় ফিশদ জরবের উপর এক টাকা মহসুল অধিক হইবেক ইহাতে আয়ন্দায় কম্পানির ক্ষেতি না হয় আর কম্পানির সরকারের এবং যে সকল লোকের রুপা সিক্কা করণের জন্যে পহুছিবেক এই মতে দুইয়ের পক্ষেই ভাল হবেক যদ্যপি জরবের উপস্বত্ব সরকারের পাইতে হয় তাহাও সমস্ত লোকের ভালর নিমিত্তে ত্যাগ করিয়া কেবল এই সমস্ত রাখেন যে অনাহুত কম্পানির ক্ষেতি না হয় ইতি সন ১৭৮৪ সাল ইঙ্গরেজি তারিখ ২৪ মাহ আগস্ত মতাবক সন ১১৯১ বাঙ্গলা—[১২]

২ এই খবর দিতেছী/২ দিজম্বর সুক্রবার নূতন গড়ে মাফিক তপসিল হরেক জিনিষ নিলামে বিক্রী হইবেক/...কোম্পানির গেরিসন ইষ্টুরের মধ্যে/—

> নগদ টাকা দাখিল করিলে জিনিষ ওজন দেয়াজাবেক/ যে কেহ খরিদ করিবেক বিক্রীর তারিখ অবধি এক মাষের মধ্যে জিনিষ খালাষ নাকরেণ তবে পুনরায় ঐ সকল জিনিষ নিলাম হইবেক / তাহাতে যে কিছু খেসারত হইবেক তাহা প্রথম খরিদারানওয়ালা নিসা করিবেণ / বায়না ফিলাটে এক তঙ্কা দিতে হইবেক। ঐ সকল জিনিষ ইং ২৯ নবম্ভবর নাং বিক্রীর তারিখ অবধি দেখিতে পাইবেন / নিলাম ৯ ঘড়ির সময় আরম্ভ হইবেক / বিক্রী সিক্কা টাকায় হইবেক / হুকুম শ্রীযুত বড় সাহেব ও কৌসল সাহেবান।[১৩]

এ-ভাষাকে অনুবাদের আড়ষ্ট ভাষা বলে মনে হয় না। ভাষার এই স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হলো এর অকৃত্রিম পদক্রম এবং ছোটো ছোটো বাক্য। কেবল প্রথম বাক্যে 'কোম্পানির গেরিসন ইষ্টুরের মধ্যে' বাক্যাংশের অবস্থান ইংরেজির মতো।

কিন্তু সকলের অনুবাদ এমন স্বচ্ছন্দ ছিলো না। কয়েক দিন পরে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে এই উক্তির যাথার্থ্য বোঝা যাবে। তবে এ বিজ্ঞাপনটি ছিলো বেসরকারী। বিজ্ঞাপনের ইংরেজী বয়ানে ছিলো :

> To be sold by Public auction by Mr. Bondfield this day, the 16th inst. By order of the Executors of John Hare Esq ; deceased.

এর বাংলা অনুবাদে বলা হয়েছে—

> ১৬ দিজম্বর বৃহস্পতিবার হুকুম মেং হের সাহেবের পুরকাদার পুরানা হাবিলি বাটী মেং বনফিল সাহেবের নিলামে বিক্রী হইবেক——

বলা বাহুল্য এই অনুবাদ সঠিক নয় অথবা অনুদিত বাক্য থেকে মূল ইংরেজির অর্থও বোঝা যায় না। অবশ্য পরের অংশ এতোটা আড়ষ্ট নয়।

জমী ৪৷৷৩ চারি বিঘা তের কাটা কমবেশী মধ্যে ইটের ঘর ও পুস্করনি সমেত দেয়াল যে আছে তাহা একলাটে বিক্রী হইবেক তাহার নগদ রোক এক হাজার টাকা বাকী পোনোর রোজে বেবাক টাকা দাখিল করিবেক জদি এই করারে বেবাক টাকা না দেয় তবে পহিলা জে হাজার টাকা দাখিল করিবেক সে গুনাগারিতে দাখিল হইবেক এবং পুনরায় দোসরা নিলামে বিক্রী হইবেক ···[১৪]

প্রথম বাক্যে 'দেয়াল যে আছে' প্রয়োগ লক্ষ্য করার মতো। এর সঙ্গে মিল আছে বর্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রথম বিজ্ঞাপনটির।

৩০ ডিসেম্বরে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে 'চুরি গিয়াছে'র পরিবর্তে পাচ্ছি 'চোরে গিয়াছে'। 'তাহাতে চারিটি সিলের মোহর আছে'—এই বাক্যের বদলে পাচ্ছি 'সিলের মোহর চারিটা তাহাতে আছে'। পদক্রমে এই ত্রুটি সত্ত্বেও, বাক্যগুলো ছোটো এবং সরল।

১২ দিজম্বর দমদমা মোকামে একতী সোনার ঘড়ী চোরে গিয়াছে। ঘড়ীওয়ালার নাম জান (John) মাঙ্কহাউষ / ঘড়ীর নম্বর ৯১৮ / একটা সোনার জিঞ্জীর সমেত আর সিলের মোহর চারিটা তাহাতে (—) একটা সবুজ পাথর একটা সফেদ পাথর একটা লাল পাথর একটা কালা পাথর এই চারি রঙ্গ / যে কেহ পাইয়া থাক সে মেং ইস্টুর সাহেবের ছাপাখানায় পেঁৗছীয়া দিবা / সাহেব তাহাকে ইনাম দিবেক-----[১৫]

এ সব বিজ্ঞাপনের বাংলা কারা লিখেছেন, এখন আর জানার উপায় নেই। প্রথম দিকে ফারসি বিজ্ঞাপনের তলায় অনেক সময়ে সরকারের ফারসি অনুবাদকের নাম লেখা থাকতো। অবশ্য তার মানে এ নয় যে, তিনিই ইংরেজি থেকে ফারসিতে অনুবাদ করতেন। কিন্তু বাংলা অনুবাদের নিচে আদৌ কারো নাম থাকতো না। অবশ্য পরের দিকে ফারসি এবং বাংলা উভয় অনুবাদের নিচে সরকারের ফারসি ও বাংলা অনুবাদক, অথবা রাজস্ব বিভাগের ফারসি ও বাংলা অনুবাদকের নাম থাকতো। ১৭৯০-এর দশকের বিজ্ঞাপনে মূল ইংরেজির নিচে বিজ্ঞাপনদাতা

কর্মকর্তার নাম এবং অনুবাদের নিচে সরকারী ফারসি ও বাংলা অনুবাদকের নাম থাকতো। সরকারী অনুবাদক তাতে সাক্ষ্য দিতেন যে, এই অনুবাদ সঠিক হয়েছে। ইংরেজিতে লেখা থাকতো 'A true translate'।

বলা বাহুল্য, অনুবাদ দপ্তরের সবচেয়ে বড়ো কর্মকর্তার নাম থাকলেও, তিনি যে অনুবাদ করতেন, এমন কি অনুবাদের যথার্থতা মিলিয়ে দেখতেন, তা নয়। যেমন ধরা যাক, নীল বেঞ্জামিন এডমনস্টোন দীর্ঘদিন অনুবাদ দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, প্রথমে সহকারী, তারপর উপ, এবং সবশেষে পুরোপুরি ফারসি ও বাংলা অনুবাদক হিশেবে। তিনি নিজে ফারসি লিখেছিলেন। এমনকি, ফোর্ট উইলিআম কলেজে খণ্ডকালীন ফারসি ভাষার অধ্যাপক হিশেবে কাজ করার সময়ে ফারসি লিপি নিয়ে তিনি একটি চার্ট বই-ও লিখেছিলেন।[১৬] কিন্তু বাংলা তিনি শেখেননি। তা সত্ত্বেও তাঁর পদের নাম ছিলো ফারসি ও বাংলা অনুবাদক।

পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে, তখনকার সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো বিশেষ কয়েকটি দপ্তর থেকে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলো রাজস্ব বিভাগ। এবং এসব বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু হলো খাজনা আদায় না-হবার জন্যে জমিদারি নিলাম। বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো কখনো খালসার তত্ত্বাবধায়কের নামে, কখনো Preparer of Reports-এর নামে, কখনো রাজস্ব সচিবের নামে, কখনো বা যে–জিলায় জমিদারি নিলাম হবে সেই জিলার কলেকটরের নামে। সরকারের পাবলিক ডিপার্টমেন্টের নামে প্রকাশিত হতো অধ্যাদেশ, ঘোষণা এবং সাধারণ বিজ্ঞপ্তি। এজাতীয় বিজ্ঞাপনের সংখ্যা অনেক। বোর্ড অব ট্রেডের, বিশেষ করে লবণ এবং আফিম সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের সংখ্যাও কম নয়। Export Warehouse, তখনকার বাংলায় 'খাতাবাটী' থেকেও বেশ কিছু বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিলো। ১৭৯০-এর দশকের শেষ দিকে কলকাতা নগরীর রক্ষণাবেক্ষণ, পরিকল্পনা, উন্নয়ন এবং তদারকির ভার দেওয়া হয় একজন জাস্টিস অব পীসের ওপর। এঁরই সচিব ছিলেন জন মিলার। ধারণা করি, এই জন মিলারই শিক্ষ্যাগুরূ' (১৭৯৭) গ্রন্থের লেখক।[১৭] জন মিলারের নামে অনেকগুলো

ইংরেজি-বাংলা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিলো। ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন তুলনামূলকভাবে কম ছিলো। তবে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সেগুলো ছিলো বিচিত্র।

তিন

আলোচ্য হাজার খানেক বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণ করলে ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এগুলোকে হয়তো আট-দশটি ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব। ১৭৮৫ থেকে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত রাজস্ব বিভাগের বিজ্ঞাপনগুলো একই ব্যক্তির লেখা বলে মনে করি। তবে এ বিজ্ঞাপনগুলো ১৭৮৫ থেকে ৮৭ সাল পর্যন্ত জোনাথান ডানকানের নামে এবং ১৭৮৭ থেকে ৯০ সাল পর্যন্ত জর্জ চার্লস মেয়ারের নামে প্রকাশিত হয়। ১৭৯০-এর দশকের শুরুতে খালসা দপ্তরের বিজ্ঞাপনের সংখ্যা হঠাৎ কমে যায়। কারণ তখন জমি নিলামের বিজ্ঞাপন দেওয়ার দায়িত্ব বর্তায় সংশ্লিষ্ট জিলার কলেকটরের ওপর। তখন খালসা দপ্তরের বিজ্ঞাপনের কাঠামো এবং গৎ বজায় রেখে বিভিন্ন জিলার কলেকটরের নামে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে থাকে। কলেকটরদের নামে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলো এতো সংক্ষিপ্ত যে সেগুলোর মধ্য দিয়ে ভাষাগত বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

ঐ দশকের শেষ দিকে এসব বিজ্ঞাপন প্রকাশের দায়িত্ব দেওয়া হয় রাজস্ব বিভাগের সচিবের ওপর। এ সময়ে সচিব ছিলেন হেনরি পিটস ফরস্টারের এক জাহাজের সহযাত্রী জর্জ ডাওডস্ওয়েল।[১৮] সব বিজ্ঞাপনই তাঁর এবং তখনকার রাজস্ব বিভাগের ফারসি ও বাংলা অনুবাদকের যুগ্ম নামে প্রকাশিত হয়। মূল ইংরেজির নিচে সচিবের নাম, আর ফারসি এবং বাংলার নিচে ফারসি ও বাংলা অনুবাদকের নাম। ১৭৮৫--৯০ সালের বিজ্ঞাপনগুলোর কাঠামো এবং ভাষার গতের সঙ্গে মিল থাকলেও, আমার বিশ্বাস এগুলো অন্য কারো রচনা।

লবণ ও আফিম দপ্তরের বিজ্ঞাপন প্রথম দিকে দিতেন খালসার Preparer of Reports। পরে ১৭৮৮ সাল থেকে এর দায়িত্ব দেওয়া হয় আফিম ও লবণ দপ্তরের ওপর। একজন কর্মকর্তাই এই দুই দপ্তরের প্রধান ছিলেন। তখন থেকে পরবর্তী বারো বছর এসব

বিজ্ঞাপনের ভাষা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে; এমন কি, অশুদ্ধ বানান-গুলোও অশুদ্ধ থেকে যায়। তবে প্রথম দিকে এ-বিজ্ঞাপনগুলো প্রকাশিত হয়। T. Calvert-এর নামে, তারপর Grindull-এর নামে এবং শেষ দিকে দীর্ঘদিন ধরে Cotton-এর নামে। এগুলো রামরাম বসুর মতো কোনো একজনের রচনা বলে মনে হয়। রামরাম বসুর নাম উল্লেখ করার কারণ পরে ব্যাখ্যা করবো।

পাবলিক ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞাপনে এ-ধরনের কোনো একটি ভাষাগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না। কারণ এগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জন রচনা করেন। ব্যাঙ্ক, বীমা কম্পানি, নিলাম কম্পানি, ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন এবং জন মিলারের নামে প্রচারিত বিজ্ঞাপনগুলো সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। এগুলো নানা জনের রচনা বলে এগুলোর মধ্যে পূর্বাপর কোনো সঙ্গতি দেখতে পাইনে। প্রশ্ন হচ্ছে কারা এসব বিজ্ঞাপন রচনা এবং অনুবাদ কারছিলেন?

তখন রাজস্ব বোর্ড এবং পাবলিক ডিপার্টমেন্টের অনুবাদ দপ্তর ছিলো বেশ বড়ো। বহু কর্মচারী এ দুটি দপ্তরে কাজ করতেন। কেবল বাংলা-ইংরেজি-বাংলা অথবা ফারসি-ইংরেজি-ফারসি অনুবাদই নয়, তখন সরকারের পুর্তগীজ-ইংরেজি, ফরাসি-ইংরেজি তরজমারও কর্মচারী ছিলেন। পুর্তগীজ না-জেনেই সম্ভবত, জোনাথান ডানকানও পর্তুগীজ অনুবাদের দপ্তরে প্রথম দিকে কিছুকাল কাজ করেছিলেন। দেওয়ানি এবং ফৌজদারি আদালতেরও নিজস্ব অনুবাদক থাকতো। তদুপরি কম্পানির সিভিলিঅন অথবা রাইটারদের দেশীয় ভাষা শেখায় উৎসাহ দেবার জন্যে তাঁদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকটা ভাষার এক-একজন মুনশি বাবদ মাসে পঁচিশ টাকা করে অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হতো।[১৭] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতা দু টাকা বেতনের চাকরি পেয়ে উল্লসিত হবার চার দশক আগের ঘটনা এটা। সুতরাং পঁচিশ টাকা বেতনের চাকরিকে তখন দেশীয় পণ্ডিত এবং মুনশিরা পরম সৌভাগ্য বলেই গণ্য করতেন। আমরা ফোর্ট উইলিআম কলেজের দরুণ সে-কালের এ ধরনের মুনশিদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম জানি; কিন্তু এঁদের সংখ্যা নিশ্চয়ই অনেক ছিলো।

তা ছাড়া, কম্পানির চাকরিরত মুনশি ছাড়াও, সেকালের কলকাতায় অনেকেই দরখাস্ত ও অন্যান্য দলিল ও কাগজপত্র লেখার কাজ করতেন। অন্তত দুটি বিজ্ঞাপন থেকে এর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৭৮৭ সালের শেষ দিকে। এতে একজন পর্তুগীজ-ভারতীয় জানান যে, তিনি ইংরেজি, বাংলা এবং পর্তুগীজ ভাষায় সরকারী কাজে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লিখতে চান। নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্যে তিনি বলেন, কলকাতার দেশী তরজমানবীশদের তুলনায় তাঁর কাজ নিম্ন মানের নয়। বিজ্ঞাপনটি কৌতূহলোদ্দীপক বলে নিচে উদ্ধৃত করছি।

> মেং বনিফেসীও রদ্রিগিউস সাহেব হুকুম মাগেন কলিকাত (।) সহরের সাহেব লোককে ও দরবস্ত বসত্যা দিগকে প্রচার করিতে যে জদি কাহার দরকার থাকে কোন এক যুতি হিসাবি বহি তৈয়ার ও সমাপ্ত করাইতে ও কোন গদরজমা হিসাব যুক্ষু করিয়া তৈয়ার করাইতে কিম্বা আর কোন লেখাপত্র জেমত হিসাব চিঠী আরজী সম্পত্তিনামা খত ওগয়রহ তরজমা করাইতে পর্তুগেজি ও বাঙ্গালা জবান হইতে ইঙ্গরেজি জবানে কিম্বা এই তিন জবানের এক জবান হইতে আর জবানে করাইতে কোন আদালতে জাহির করাবার কারণ ও দিগর কোন দরবারে গুজরানির জন্যে। এবং এই মতবহি ও কাগজপত্র মজকুর অনুগ্রহ করিয়া তাহার নিকট পাঠাইবেলে তিনি অনেক ষুক্ষুতে লইবেন এবং জত সংসধ্যায় ধরানে ও তরায় করা জাইতে পারে তাহাতে তরজমা ও তৈয়ার করিয়া দিবেন।

অতঃপর তিন ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি এবং যোগ্যতার কথা উল্লেখ করে তিনি লেখেন :

> ···the same shall be done to the best of his skill and knowledge of the said languages, which he humbly conceives will in no respect be deemed inferior to those performed by any of the best Asiatic writers in the settlement.

এর বাংলা করেছেন এভাবে :

> সেই সকল তরজমা ষুধারণে করিবেন আপন বুধ্ধের সামর্তসই ও সেই তিন জবান মজকুরের জ্ঞানত্তর এবং তিনি আপন হিন স্বয়ারণে বুঝেন যে উয়ার তরজমা কোন দফায় ও কাহার তজবিজে এই সহরের আর আর দিসী তরজমানবিসের তরজমা হইতে নিরস ঠ্যাওরবেক না ইতি তাং ১ নম্ববর সন ১৭৮৭ সাল ইঙ্গরেজি।[২০]

Bonifacio Rodrigues পর্তুগীজ এবং ইংরেজি কেমন জানতেন, জানিনে; কিন্তু তাঁর বাংলা উন্নতমানের ছিলো না তা বলাই বাহুল্য। তবে তাঁর বিজ্ঞাপন থেকে অত্যন্ত জরুরী এই তথ্যটি পাওয়া যাচ্ছে যে, কলকাতায় তখন অনেক তরজমানবীশ ছিলেন।

বছর খানেক পরে প্রকাশিত আরো একটি বিজ্ঞাপন থেকে তরজমা-নবীশ একজন বিদেশীর খবর পাওয়া যায়।

> মোকাম কোলুটোলা ১১ নম্বর ফৌজদারের হাবিলির উত্তরপূর্ব্ব ঠীকানাতে এক সাহেব বাঙ্গলা ওগয়রহ সাস্ত্র বুজেন এবং অনেক দিবসাবধি আরজি ওগয়রহ কাগজ লিখিতেছেন অতএব লোকস (ক)লকে জানাইতেছেন আরজী লেখাইতে যে কেহো লোকের দরকার হয় এবং যে ধারাতে লেখাইতে চাহ তাহা ভালরুপ লিখিবেন যে কিছু গুপ্তবিষয় তাহার প্রকাষ হইবে না আরজির মেহনত আনা জনরেল লেটর কাগজের দুই প্রেষ্ঠা লিখা এক গুলমোহর এক প্রেষ্ঠা ৮ আট টাকা ছোট আরজি ৬ ছয় টাকা হইবেক এবং এ সাহেব এক ইসকুল সে জাএগাএ মোকরর করিছেন যে কেহ বাঙ্গালির বালক পড়িহে চাহ তাহাকে পড়াবেন দরমাহি কিম্বা ফুরান জাহা হয় তাহাতে রাজি আছেন।[২১]

পূর্বোক্ত পর্তুগীজ-ইণ্ডিয়ান এবং বর্তমান 'সাহেব' কলকাতায় বাস করার সময়ে বাংলা শিখেছিলেন; তবে তাঁরা যে ভালো শেখেননি, তাঁদের বিজ্ঞাপন থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সেকালে হ্যালহেড, ডানকান

ফরস্টার এবং লেবেদেফসহ যেসব বিদেশী বাংলা শিখেছিলেন, তাঁরা এ-ধরনের বাংলাই শিখেছিলেন।

চার

ডানকানের নামে প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ৬.৭.১৭৮৬ তারিখে। তার কদিন পরেই দ্বিতীয় যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়, নিচে তা উদ্‌ধৃত করছি।

> ইস্তহার দেয়া জাইতেছে বতারিখ ১ আগস্ত সন ১৭৮৬ ইঙ্গরেজি মতাবেকে ১৯ শ্রাবণ সন ১১৯৩ বাঙ্গলা রোজ মঙ্গলবারে সাহেবান বোর্ডের হুকুম মাফিক খালিসা সরিফার কচহরিতে মহালাত ও মৌজে জাত বমোজ্জিম তফঃসিল জয়েল নিলামে বিক্রী হবেক যে কেহ খরিদ করিত চাহ ঐ তারিখে কচহরি মজকুরে হাজির হইয়া খরিদ করহ ইতি—
>
> ১ দফা মোকাম সুতির কারখানার ইমারত যে পূর্ব্বে মেগোইন সাহেবের দখলে ছিলো ফর্দ্দ তাদাদ ইমারত মজকুরের ও তাহার মতালকের জমি নিলামের তারিখে খালিসার কচহরিতে জানিতে পারিবে ইতি—
>
> ২ দফা পরগণে মাইহাটী ওগয়রহ হিস্যা গোবিন্দপ্রসাদ চৌধুরির নামে যে লিখাজায় কিম্বা তাহার মধ্যে যে কিছু আবস্যক চৌধুরি মজকুরসাহেবান কমিটে খালিসা সরিফার···দিক্রি মাফিক রামকিশোর চক্রবর্তীর যে কর্জ্জা দেনা হইয়াছে তাহা আদায়ের কারণ ইতি—[২২]

উদ্ধৃত অংশে কতোগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন শব্দের শেষে -আন এবং -আত প্রত্যয়, 'ইমারত' যে পূর্ব্বে' এবং 'নামে যে লিখাজায়' বাক্যাংশে 'যে'-এর অবস্থান ; 'করহ', 'কচহরি' প্রভৃতি শব্দ। কদিন পরে আর-একটি বিজ্ঞাপন মারফত জানানো হয় যে, রামকিশোর চক্রবর্তীর সম্পত্তি নিলামের তারিখ '১৪ আগস্ত তক রহিত হইল' এবং ১৫ আগস্ট 'নিতান্ত নিলামে বিক্রয় হইবেক।'[২৩] এখানে 'তক' এবং 'নিতান্ত' শব্দ দুটিও লক্ষ্য করার মতো। 'নিতান্ত' কথাটির এখানে

বিশেষ কোনো অর্থ নেই। ইংরেজি বয়ানেও এ শব্দের সঙ্গে তুলনীয় কোনো শব্দ নেই। ইংরেজিতে আছে 'will be sold by public auction'। তার সঙ্গে 'নিতান্ত'-এর আদৌ কোনো যোগাযোগ নেই। কিন্তু তাসত্ত্বেও এই বিশেষ লেখকের বিজ্ঞাপনে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই 'নিতান্ত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ডানকানের আইনের বইতেও এই শব্দটির অনুরূপ অদ্ভুত প্রয়োগ দেখতে পাই। ডানকান কলকাতা থেকে বেনারস চলে যাবার পর মেয়ার যখন Preparer of Reports পদে নিযুক্ত হন, তখনো খালসার বিজ্ঞাপনে 'নিতান্ত' শব্দের এই অর্থহীন এবং অনাবশ্যক প্রয়োগ অব্যাহত থাকে। তদুপরি, সামান্য বৈশিষ্ট্যও দু-একটি ছাড়া সর্বত্র একই রকম। সে জন্যেই আমার ধারণা, ডানকানের তৃতীয় আইন গ্রন্থ, ডানকানের নামে প্রচারিত বিজ্ঞাপনগুলো এবং মেয়ারের নামে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলোর লেখক একই ব্যক্তি। এমন কি, ১৭৮৪-৮৫ সালে প্রকাশিত কোনো কোনো সরকারী বিজ্ঞাপনের রচয়িতাও ইনি। ১৭৮৪ সালে প্রথম যে-বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়, তাতে 'যে'-র অবস্থান, আত প্রত্যয়, 'করহ' ইত্যাদি শব্দ থেকে মনে হয়, এটিও একই লেখকের রচনা।

ডানকানের নামে খালসা দপ্তর থেকে শেষ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৭৮৭ সালের মাঝামাঝি—১৯ জুলাই তারিখে। ২৬ জুলাই তারিখের পত্রিকায় দেখা যায় ডানকান বেনারসে রেসিডেন্ট এবং জর্জ চার্লস মেয়ার Preparer of Reports নিযুক্ত হয়েছেন। মেয়ারের নামে জমিদারি নিলামে বিক্রির প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় দিন পনেরো পরে। বিজ্ঞাপনটি এতো ছোটো ছিলো যে, তা থেকে ভাষার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু মাস দুয়েক পরে বিস্তৃততর একটি বিজ্ঞাপন থেকে 'মেয়ারের' ভাষার বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ :

> বোরডের সাহেবানের হুকুম হইল যে পরগণে উখড়া ওগয়রহ জমিদারির মধ্যে পরগণে কুবাজপুর শ্রীযুৎ মেং হেগুেন সাহেবের নামে যে টাকা জিলা কলিকাতার দেওানি আদালতে ডিগরি হইয়াছে তাহার আদায় কারণ খালিসা সরিফাতে নিলামে বিক্রী হবেক অতএব ইস্তাহার দেওয়া জাইতেছে যে ১৯ নবম্বর…

রোজ সোমবার খালিসা সরিফার কচহরিতে পরগণা মজকুর নিলামে বিক্রয় হইবেক যে কেহ খরিদের মনস্ত রাখহ তারিখ মজকুরে হাজির হইয়া খরিদ করহ...[২৪]

এর সঙ্গে তুলনীয় ডানকানের নামে প্রচারিত ছ মাস আগের একটি বিজ্ঞাপন। সেই বিজ্ঞাপনের শুরুটা এরকম:

বোরডের সাহেবানের হুকুম হইল...সরকারের মালগুজারির বাকীর আদায় হয় সেই আন্দাজ নিলামে বিক্রী হবেক এ জন্যে ইস্তহার দেয়া জাইতেছে ... ২৩ আপরিল...রোজ সোমবার খালিসা সরিফার কচহরিতে নিলামে বিক্রী হবেক[২৫]

শেষের অংশের সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতি আগের বছরের অন্য একটি বিজ্ঞাপনের:

রোজ মঙ্গলবার খালিসা সরিফার কচহরিতে মহালাত মজকুর নিলামে বিক্রী হইবেক যে কেহ খরিদের বাসনা রাখহ তারিখ মজকুরে খালিসাতে রুযু হইয়া খরিদ করহ[২৬]

কিঞ্চিদধিক এক বছর পরে মেয়ার যে-বিজ্ঞাপন দেন, তা থেকেই বোঝা যাবে ডানকান বেনারসে চলে যাবার পরেও খালসা দপ্তরের বিজ্ঞাপনের ভাষায় লক্ষযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি। দুই কলাম ব্যাপী এই বিজ্ঞাপনের প্রথমাংশ এরকম:

ইঙ্গরেজি সন ১৭৮৮ তারিখ ৮ মাহ দিজম্বর রোজ সোমবার দৌলতমদার কুম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকার বাবত বেহারের আফিম এক হাজার পাচ শত্ত সিন্দুক ও বাঙ্গালার আফিম দুইসত্ত ছাপান্ন সিন্দুক খালিসা সরিফার কচহরি মোকামে নিলামে বিক্রী হইবেক অতএব ইস্তহার দেয়াজাইতেছে যে কেহ খরিদের বাসনা রাখহ ঐ তারিখে খালিসা সরিফাতে হাজীর হইয়া যে সরুত (শর্ত) নাবতে (নিচে) লেখা গেল তাহা আমলে আসিয়া খরিদ করহ—[২৭]

কেবল 'যে কেহ খরিদের বাসনা রাখহ...খরিদ করহ' অংশেই নয়, পরে 'নিলাম নিতান্ত আরম্ভ হইবেক' অংশেও নির্ভুল মিল দেখতে পাই।

'দৌলতমদার কুম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকার' বলে কম্পানির যে-বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে একটা মন্তব্য করা প্রয়োজন। ডানকান ১৭৮৪ সালে যখন প্রথম আইনের বই বাংলায় অনুবাদ করাতে শুরু করেন, তখন গবনর জেনরেল-এর অনুবাদ করা হয়েছিলো সহজ বাংলায় 'বড় সাহেব'। তাছাড়া, কোথাও কোথাও 'গবনর জেনরেল' কথাটিও বজায় রাখা হয়। সম্মান দেখিয়ে কোথাও কোথাও লেখা হয় 'শ্রীযুত গবনর জেনরেল সাহেব'। কিন্তু সেকালের মুসলমান মুনশিরা বোধ হয় 'শ্রীযুত গবনর জেনরেল সাহেব' বলে ঠিক তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। তাঁরা লিখতে শুরু করেন 'শ্রীযুৎ নবাব গবনর জানেরেল বাহাদুর' বা কেবল 'নবাব গবনর জানেরেল বাহাদুর'। এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে হিন্দু মুনশিরা এর পর লেখেন 'প্রবল প্রতাপ শ্রীযুৎ গবনর জেনরেল বাহাদুর'।

ওদিকে ডানকানের বই-এ ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানিকে উল্লেখ করা হয়েছে কেবল কম্পানি বা কুম্পানি বলে। তারপর কয়েক বছরের মধ্যে কম্পানি বাহাদুর, দৌলতমদার কুম্পানি, প্রবল প্রতাপ শ্রীযুত কুম্পানি শ্রীযুৎ কোম্পানি বাহাদুর ইত্যাদি প্রয়োগ দেখতে পাই। সুতরাং কেবল এসব প্রয়োগ দিয়ে বিজ্ঞাপনের লেখক নির্ধারণ করা ঠিক হবে না।

পাঁচ

নিলামে আফিম বিক্রির প্রথম বিজ্ঞাপন দেন জোনাথান ডানকান। ভাষা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, জমি নিলামের বিজ্ঞাপন যাঁর লেখা, আফিম নিলামের বিজ্ঞাপনও একই ব্যক্তির রচনা। 'সাহেবান বোরডের হুকুম মাফিক ইস্তহার দেওয়া জাইতেছে' থেকে আরম্ভ করে 'খালিসা সরিফাতে হাজির হইয়া খরিদ করহ' পর্যন্ত সর্বত্রই ভাষার স্পষ্ট সাদৃশ্য চোখে পড়ে। নিচে বিজ্ঞাপনটির বিস্তৃত পাঠ উদ্ধৃত করছি :

> সাহেবান বোরডের হুকুম মাফিক ইস্তহার দেওয়া জাইতেছে সন ১৭৮৭ ইঙ্গরেজি তারিখ ২৩ ফেবেরওরি...রোজ সুক্রবারে পাচ সিন্দুক আফিম আজিমাবাদি জাহা সাবেক খরিদার নিলামের সরত মাফিক কিম্মত দাখিল করিয়া লয় নাই পুনশ্চ খালিসা সরিফাতে নিলামে বিক্রী হবেক দ্বিতিয় বার বিক্রী করিলে যে

লোকসান হবেক নিলামের সরত মাফিক সাবেক খরিদারের জিমা হবেক ও ঐ তারিখে এক সিন্দুক ও দুই আধা সিন্দুক আফিম বাঙ্গালা বিক্রী হইবেক নিলামের সরত তপসিল এই---

১ দফা খরিদার নিলামের সময় এক টাকা বায়না দিবে এবং ফিসদে দষ টাকা তিন রোজের মধ্যে দাখিল করিবে তাহা না করিলে মাল পুনশ্চ নিলামে বিক্রী হইবেক----

২ দফা খরিদার নিলামের তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে কিম্মতের টাকা দাখিল করিয়া সকল মাল উঠাইয়া লইবেক ইহা না হইলে ফিসদে দষ টাকা সরকারের কেফাইত হইবেক বিক্রী করা আফিম পুনশ্চ নিলামে বিক্রী হইবেক তাহার নিসা প্রথমকার খরিদারের জিম্মা...

৪ দফা যে কেহ নিলামের তারিখ অবধি ২০ রোজে কিম্মতের টাকা দিয়া আপন খরিদা মাল লইবেক ফিসদে চারি টাকা রেয়াইত পাইবেক ইতি যে কেহ এরাদা রাখহ তারিখ মজকুরে খালিসা সরিফাতে হাজির হইয়া খরিদ করহ...[২৮]

'পাচ সিন্দুক আফিম আজিমাবাদি জাহা সাবেক খরিদার সরত মাফিক কিম্মত দাখিল করিয়া লয় নাই' অংশে পদক্রম ইংরেজি রীতির। নয়তো এই বিজ্ঞাপনের ভাষা ফোর্ট উইলিআম কলেজের বাংলার তুলনায় অনেক সরল ও সাবলীল। বাক্যগুলো ছোটো এবং পদক্রম সত্যিকার বাংলা পদক্রমের অনুরূপ। আনুপাতিক দিক দিয়ে বিচার করলে আরবি-ফারসি শব্দের সংখ্যা খুব বেশি এবং বানান এ যুগের পাঠকদের চোখে কৌতুককর মনে হবে। কিন্তু অনুমান করি এই বাংলা সেকালের অকৃত্রিম বাংলা বলে গণ্য হতে পারে।

কয়েক মাস পরে মেয়ার যখন আফিমের বিজ্ঞাপন দেন, তখন শব্দ ব্যবহারে এবং বয়ানে সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করছি।

বতারিখ ৬ মাহ দিজম্বর সন ১৭৮৭ ইঙ্গরেজি...রোজ বৃহষ্পতিবার ও তাহার কল্য ও পরুস্ব প্রবল প্রতাপ শ্রীযুত কুম্পানি ইংরেজ

বাহাদুরের আফিম মাফিক তপসিল জয়েল খালিসা সরিফার মোকামে নিলামে বিক্রয় হবে

এই যন্যে সকল লোককে ইস্তহার দেওা জা(ই)তেছে যে জয়লে নিয়মমত আচরণ করিয়া খরিদ করে

১ দফা খরিদারেরা এক টাকা বায়না ষুরত নিলামের সময় দাখিল করিবেক আর নিলামের তারিখ ইস্তক তিন দিবসের মধ্যে কিম্মতের অন্দরে ফিসদ ১০ টাকার হিসাবে আপন ২ খরিদের মধ্যে আদায় করিবেক ইহাতে তফাওত হইলে ঐ খরিদা মাল পুনুরায় বিক্রয় হইবেক

২ দফা নিলামের তারিখ ইস্তক সকলে আপন করারের টাকা এক মাসের মধ্যে আদায় করিবেক নতুবা যে টাকা প্রথম দফাতে দাখিল করিয়া থাকে তাহা সরকারের জব্দ হবেক এবং তাহার খরিদা আফিম পুনুর্ব্বার বিক্রয় হবে যে কিছু দ্বিতিয় নিলামে খেসারত হবে তাহা প্রথম খরিদারের জিম্মা হবেক...

দ্বিতিয় দফা এই কএক রকমের আফিম জে উপরে লিখাগেল তাহার নমুনা নিলামের দিবষ খালিসা সরিফা মোকামে সকলকে দেখান জাবেক ইতি তারিখ ২২ মাহ নবম্বর...[২৯]

ডানকানের নামে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটির ভাষা বর্তমান বিজ্ঞাপনের তুলানায় অনেক সরল ও স্বচ্ছন্দ। ডানকানের বিজ্ঞাপনে পদক্রম অনেক স্বাভাবিক এবং বাক্যগুলোও এতো দীর্ঘ নয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ডানকানের বিজ্ঞাপনটিতে বক্তব্য অনেক সংক্ষেপে অথচ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অপর পক্ষে, দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনে বক্তব্য প্রকাশ করতে লেখককে অনেক বেশি শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে এবং বাক্যগুলোও প্যাঁচানো। কিন্তু পরবর্তী মেয়ার যখন পুনরায় আফিমের বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, তখন সেই ভাষার সঙ্গে তাঁর জমি নিলামের বিজ্ঞাপনের ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। জমি এবং আফিম উভয় বিজ্ঞাপনেই 'বাসনা রাখহ...খরিদ করহ' ইত্যাদি সুপরিচিত গৎ দেখা যায়।

অবশ্য পরে যখন আফিম ও লবণ বিক্রির ভার লবণ দপ্তরের ওপর অর্পিত হয়, তখন ক্যালভার্ট, গ্রিনডল এবং কটন সকলেই ডানকান ও মেয়ারের সময়কার কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই বিজ্ঞাপন দিতে থাকেন। লবণ বিভাগের ভাষা অথবা বলা যেতে পারে বিজ্ঞাপনের কাঠামো আফিম বিক্রির বিজ্ঞাপন থেকে আলাদা ছিলো, কিন্তু তারও ভিত্তি ডানকান-মেয়ারের সময়কার খালসা দপ্তরের ভাষা।

লবণ বিক্রির প্রথম বিজ্ঞাপন ডানকানের নামেই প্রকাশিত হয়েছিলো ১৭৮৭ সালের এপ্রিল মাসে। বিজ্ঞাপনের প্রথম বাক্য থেকেই বোঝা যায়, এ বিজ্ঞাপন ডানকানের খালসা দপ্তরের মুনশির লেখা নয়। এ বাক্যের আরম্ভ এ রকম :

হুকুম বমোজির গবনর জানেরেল ইন কৌলস[৩০]

এ বিজ্ঞাপনটি ছিলো খুবই ছোটো। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে লবণ বিক্রির দীর্ঘ একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এই বিজ্ঞাপনের পাঠ নিম্নরূপ :

ইস্তেহার দেওা জাইতেছে ২২ মাই মঙ্গলবার শ্রীযুৎ কুম্পানির বাহাদুরের সন ১১৯৩ সালের খাষ পোক্তানের নমক সদর নমক দপ্তরে নিলামে বিক্রী হইবেক বমোজির তফশীল জেলা—

খরিদদারানের নোকসান না হয় সওদার নমক কমিনাপায় এ কারণ আন্দাজ পঞ্চম অংসের চোতুর্থ অংস ২০০০০০ মোন ২২ মাইতে বিক্রী হইবেক...নমক বিক্রীর দর লেখাজাইতেছে মাফিক তপসিল রওয়ানার হাসিল ফিসওমোন সিক্কা ত্রিষ টাকা সমেত খরিদদানকে প্রতি লাট ছাপার টিকিট দেওাজাবেক নমকের মোক্ত্যারকার সাহেবের দস্তখতে তাহাতে জিগীর থাকিবেক নমক আর জায়গার নাম খরিদারানের সুভিত্যাকারণ ফিলাট তিন হাজার মোনের হইবেক ঠীক ৮২ সির্কার ওজন... নমক বিক্রীর পাচ দিবস পরে আমানত টকা জাহা দাখিল করিতে হইবেক তাহার এওজ কুম্পানির কাগজ দিলে আমানত রাখা জাইবেক ডিষকৌন্ট বাদে নমক লওনের জে তারিখ নিরোপন

হইলো সেই করার মাফিক জদি নমক না লয় তবে নমক পুনরায় বিক্রী হইবেক ইহাতে জাহা লোকসান হইবেক তাহা পহিলা খরিদারের আমানত টাকা হইতে লওয়াজাইবেক নগদ টাকা দাখিল করিয়া প্রর্ত্যক্ষে নমকের তনখা লইবেক আমানত টাকা সেস কিস্তিতে মযুরা পাইবেক পাচ সও মোন নমকের কম তনখা হইবেক না---নমক ছাড়ের টাকা সিগ্রহ মোক্তারকার সাহেবের দপ্তরে দাখিল করিতে হইবেক...পহিলা বিক্রীর তারিখ হইতে তিন মাহার মধ্যে সোহরত দেওয়া জাইবেক...[৩১]

এই বিজ্ঞাপনে এবং কয়েক সপ্তাহ পরে প্রকাশিত অন্য বিজ্ঞাপনে পোক্তানি, বমোজির, পেসগীসহ এমন কিছু আরবি-ফারসি শব্দ আছে, এখন যেগুলো আর ব্যবহৃত হয় না। এ শব্দগুলোকে বলতে পারি পারিভাষিক শব্দ। প্রয়োজনের খাতিরে ব্যবহৃত এই পারিভাষিক শব্দগুলোকে বাদ দিলে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের দিকেই লেখকের বেশি আগ্রহ ছিলো বলে মনে হয়। অথচ সংস্কৃত ভাষায় তাঁর কোনো দখল ছিলো বলে মনে হয় না। ফলে তিনি এমন অনেকগুলো শব্দ লেখেন, যেগুলোর বানান এবং প্রামাণ্য উচ্চারণ তাঁর জানা ছিলো না। সে জন্যেই তিনি মণ থেকে মোন, সুবিধা > সুভিত্যা, নিরূপণ > নিরোপন, প্রত্যক্ষ > প্রর্ত্যক্ষে, মাত্র > মাত্রো, লক্ষ > লক্ষী, অর্ধেক > অধ্যেক, শীঘ্র > সিগ্রহ, শেষ > সেস, দিবস > দিবষ লিখেছেন।

মাস দেড়েক পরে এডওয়ার্ড ফ্লেচারের নামে প্রকাশিত অন্য একটি সরকারী বিজ্ঞাপনেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। এতে তৎসম শব্দের যেসব ভুল বানান দেখতে পাই, তার কয়েকটি: পশ্চাদগামী > পশ্চাদাগামি (retrospective অর্থে), সৌজন্য > সৌজনতা, চাতুর্য > চাতুর্য্যতা, প্রত্যক্ষ > প্রতক্ষ, বিশেষ > বিসেষ, ক্ষতি > ক্ষেতি, নিষ্পত্তি > নিষ্পত্ত্য, কার্য্যোপযুক্ত > কার্য্যোপজুক্ত, নিরূপণ > নিরোপন, যাবৎ > জাবত, আয়জন > আওজন, সহস্র > সহশ্র।[৩২]

অসম্ভব নয়, লবণ দপ্তরের বিজ্ঞাপন-লেখকই উপরের বিজ্ঞাপনটি রচনা করেন। সেকালে ইংরেজি থেকে অনুবাদে সহায়তা করতে পারার

মতো মুনশি খুব বেশি ছিলেন না। কিন্তু যিনিই এ অনুবাদ করে থাকুন, সংস্কৃত ব্যাকরণে দখল না-থাকা সত্ত্বেও, সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের প্রতি তাঁর দুর্বলতা লক্ষ্য করার মতো।

রামরাম বসুর ভাষা নিয়ে আলোচনা করার সময়ে প্রথমে সুকুমার সেন[৩৩] এবং পরে শিশিরকুমার দাশ এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন।[৩৪] গোলাকনাথ শর্ম্মা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর লেখাতেও এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।[৩৫] রামরাম বসু প্রথম কখন ইংরেজ সাহেব-দের মুনশি হিসেবে কাজ শুরু করেন, আমার জানা নেই। তবে তিনি উইলিআম চেম্বার্স-এর মুনশি এবং সুপ্রিম কোর্টের দোভাষী হিশেবে কাজ শুরু করেন ১৭৮০ সালে।[৩৬] তিনি টমাসের মুনশি হন ১৭৮৭ সালে। অতঃপর ১৭৯৩ সাল থেকে উইলিআম ক্যারির মুনশি। মোট কথা দীর্ঘদিন তিনি ইংরেজদের সাহচর্যে ছিলেন এবং মোটামুটি ইংরেজিও শিখেছিলেন। সুতরাং তিনি যদি উপরের দুটি বিজ্ঞাপনের লেখক হয়ে থাকেন, তাহলে অবাক হবার কারণ নেই।

ছয়

সরকারের পাবলিক ডিপার্টমেন্ট থেকে শখানেক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিলো, আগেই বলেছি। এর বেশির ভাগই Hay-এর নামে প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে সরকারের অনুবাদ দপ্তরের কর্মকর্তার নামও ফারসি ও বাংলা বিজ্ঞাপনের নিচে মুদ্রিত হয়। যাঁরা এ সময়ে ফারসি এবং বাংলা অনুবাদক হিশেবে কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন জর্জ ফ্রেডারিক চেরি, শৌভেট, এডমনস্টোন এবং জন এলিঅট। তবে বেশির ভাগ বিজ্ঞাপনেই এডমনস্টোনের নাম যুক্ত ছিলো, কারণ তিনিই সেকালে সবচেয়ে বেশি দিন অনুবাদ দপ্তরের কর্মকর্তা ছিলেন। গবনর জেনরেলদের প্রিয়পাত্র এডমনস্টোন ফারসি আনুবাদক হিশেবে অনেকটা জনসংযোগ কর্মকর্তার এবং ব্যক্তিগত সচিব হিশেবে কাজ করতেন। তা ছাড়া ব্যক্তিগত সচিব হিশেবেও তিনি কয়েক বছর কাজ করেছিলেন।

এডমনস্টোন এবং অন্যান্যের নামে যেসব সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিলো সেগুলোর মধ্যে কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে

পাওয়া শক্ত। কারণ এগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুনশির সহায়তায় অনূদিত অথবা রচিত হয়েছিলো।

এই শ্রেণীর প্রথম উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৭৮৪ সালের মে মাসে। বিষয়বস্তু ভুটানের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্‌যোগ। বিজ্ঞাপনের প্রথমাংশে আছে :

> গবনর জেনরেল ও কৌসলের মনস্ত ছিল যে বাঙ্গলা মুলুকে হইতে তেব্বত মুলুকে তেজারতের দফা জাতায়াত হয় এখন মারফত মেং সেমিএল টরনর রাজা টেসুলম্বু সহিত কওল করার এ মত হইল যে কেহো এ মুলুক হইতে কম্পানির তরফে তেজারতের মনস্ততে মাল ও জিনিষ লইয়া তেব্বতে যাইবেক রাজা ম(জ)কুর মদত ও নিগাবনি করিয়া ভোটানত হইতে পহচাইবেক সেখানে ভালস্থানে কিম্বা কনিসাতে জায়গা দিবেক ...[৩৭]

এই ভাষায়, সমকালে প্রকাশিত খালসা দপ্তরের বিজ্ঞাপনের ভাষায় যে-স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো, তা অনুপস্থিত। আলোচ্য অনুচ্ছেদের ভাষা আড়ষ্ট হবার প্রধান কারণ বাক্যের দৈর্ঘ্য এবং অস্বাভাবিক পদক্রম।

যেসব মালামাল বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তার একটা তালিকা বিজ্ঞাপনের শেষে দেওয়া ছিলো, যেমন বশত আউয়াল রকম সুলতানি রঙ্গ নাল ও জরদ ও খতভোরিয়া—বনাত রকম দোএম—বনাত পসমী ইত্যাদি। এর মধ্যে 'Cow's tail'-ও ছিলো। কিন্তু মুনশি সবগুলো নামের অনুবাদ করলেও এটি বর্জন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, আরো একাধিক বিজ্ঞাপন দেখেছি, যাঁতে সল্টেড বীফ এবং পোর্কের উল্লেখ ছিলো। অনুবাদের সময়ে হয় তা একবারে বর্জিত হয়েছে, নয়তো বাংলাতেই 'সাল্টেড বীফ্' 'সাল্টেড পোর্ক' বলে উল্লিখিত হয়েছে।

ওয়ারেন হেস্টিংস পদত্যাগ করলে, তার শূন্য পদে জন ম্যাক-ফারসনকে নিযুক্ত করে সরকার যে-বিজ্ঞাপন দিয়েছিলো, সেটি লক্ষ্য করার মতো। এই ঘোষণাপত্রের ফারসি অনুবাদের নীচে নাম ছিলো তখনকার ফারসি অনুবাদক ই. কোলব্রুকের। কিন্তু বাংলা অনুবাদের নীচে কারো নাম ছিলো না। এই বিজ্ঞপ্তির আরম্ভ একরম :

ফিবরিল মাসের ৮ তারিখ সাল ১৭৮৫ সন ইঙ্গরেজি মেং হিস্টীন বাহাদুর বেরেনটিন জাহাজের উপর থাকিয়া বাঙ্গালার বড়সাহেবির ও কুম্পানির কাজের ইস্তফা লিখিয়া পাঠাইলেন/বিলাতের বাদসাহের সন একইস ও সন তেরো জোলসির দুই হুকুমনামাতে লিখিয়াছেন জখন বাঙ্গালার গবরনরের কাল হবেক কিম্বা ইস্তফা দিবেক কি তগির হইয়া তাহার বড়সাহেবির জায়গায় খালি হইবেক তাহার নিচে যে কৌসলি সাহেব ছোটসাহেব থাকিবেক সেই বড় সাহেব হইবেক/গবনর হেস্টীনের ইস্তফা দিবার সময় মেং জান মেকফারসন সাহেব হিস্টীন সাহেবের দোইম দরজায় কৌসলি ছিলেন/এজন্য ইস্তহারনামা দেওয়া জাইতেছে যে ফিবরিল মাসের ৮ তারিখ হইতে মেং মেকফারসন বাহাদুর বাঙ্গালার গবনর হইলেন/আর বড়সাহেবি দফার দিব্য করিয়া হিস্টীন সাহেবের জায়গায় কাইম ঘরের বড়সাহেব হইলেন/[৩৮]

'On board Berrington'-এর অনুবাদে লেখক 'বেরেনটিন জাহাজের উপর থাকিয়া' লিখেছেন। আক্ষরিক হলেও এই অনুবাদকে সন্তোষজনক বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। কোথাও কোথাও অনুবাদক অবশ্য স্বাধীনতা নিয়েছেন। 'The person of the Council who stood next in rank to the said Governor-General'-এর অনুবাদে তিনি লিখেছেন, 'তাহার নিচে যে কৌসলি সাহেব ছোট সাহেব থাকিবেক' এবং তারপর তার ব্যাখ্যা করে স্বাধীনভাবে লিখেছেন, 'মেকফারসন সাহেব হিস্টীন সাহেবের দোইম দরজায় কৌসলি ছিলেন'।

ডানকানের মুনশি গবনর জেনরেলকে কোথাও কোথাও 'বড় সাহেব' লিখেছিলেন। বর্তমান ঘোষণাপত্রে গবনর জেনরেল-পদ অর্থে 'বড় সাহেবি' শব্দ ব্যবহারকে নিঃসন্দেহে এক ধাপ অগ্রগতি বলতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে লেখকের বিদেশী একটি শব্দ তথা ধারণাকে রীতিমতো দেশীয় রূপ দেবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাড়ে আট বছর পর লর্ড কর্নওয়ালিস যখন পদত্যাগ করেন, তখনকার সরকারী ঘোষণাপত্রের সঙ্গে তুলনা করলেই লক্ষ্য করা যাবে যে, এই সময়ের মধ্যে ভাষার বেশ খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। 'বড় সাহেবি' ততদিনে 'গবনর জানেরেলি'তে পরিণত হয়েছে। প্রথম ঘোষণাপত্রের কোনো

কোনো আরবি-ফারসি শব্দের পরিবর্তে দ্বিতীয় ঘোষণাপত্রে সংস্কৃত-বাংলা শব্দ ব্যবহার করতে দেখি, আবার উল্টোটাও লক্ষ্য করি। এ-থেকে মনে হয়, এই সময়ে সংস্কৃতায়ণের বিশেষ কোনো প্রভাব পড়েনি।

বস্তুত, তখন ফোর্ট উইলিআম কলেজীয় তৎসমশব্দপ্রধান ভাষায় লেখা একটি বিজ্ঞাপনও আমার চোখে পড়েনি। বরং আরবি-ফারসি শব্দ কন্টকিত দুর্বোধ্য ভাষার অনেকগুলো নমুনাই দেখেছি। তবে পাবলিক ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞাপন নানা জনের লেখা বলে এসব বিজ্ঞা-পনের ভাষা সম্পর্কে সাধারণ কোনো মন্তব্য করা যায় না। কোথাও তা আরবি-ফারসি শব্দ প্রধান; কোথাও যথেষ্ট সংস্কৃত শব্দপূর্ণ। কোথাও অনুবাদ এতো আক্ষরিক যে তার অর্থ উদ্ধার করাই দুষ্কর। আবার কোথাও কোথাও অনুবাদক বেশ স্বাধীনতা নিয়েছেন।

নিচের বিজ্ঞাপনটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আক্ষরিকতা বজায় রাখতে গিয়ে অনুবাদক ভাষার সাবললীতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছেন। দূরান্বয় বশত বাক্যাংশগুলোর সমন্বয় ঘটিয়ে অর্থ উদ্ধার করাই প্রায় অসম্ভব।

> অনেক দিন অবদি কুম্পানির সরকারের দস্তর ও হুকুম আছে যদি কেহ নৌকার উপর জিনিষ কিম্বা অন্যরূপে পরমিটের ছাড়চিঠী বেগর জদবদি ও ছাড়চিঠী মাফিক জিনিষের তালিকা করিয়া পরমিটের দপ্তরে দাখিল হয় ও তাহার যে মকরবি মহসুল নেয়াজায় কলিকাতায় আনিবার কারণ সঞ্জগ (সংযোগ?) করে আর যেকেহ লোক জাহাজের জিনিষ বোজাই করিবার কারণ চেষ্টা পায় এই দরিয়ায় বেগর প্রথম জিনিষ মজকুর কলিকাতায় আনিয়া পরমিটের হাসিল দিয়া জাহাজের উপর জিনিষ বোজাই করে তবে দুই প্রকারে যদি এ বিশয় জাহের হয় এবং যদি জিনিষ সব ধরা জায় তবে সে সকল মাল কুম্পানির কিফাইতের কারণ জব্দ হইবেক[৩৭]

বাক্যাংশের দূরান্বয় এবং ইংরেজি রীতির পদক্রমের দরুণ অর্থ গ্রহণ করা কতো শক্ত হতে পারে, এটি তার একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। তদুপরি লেখকের কয়েকটি শব্দের বানানও লক্ষ্য করার মতো। যেমন,

সঞ্জগ, সময়>সোমায়, ইদানীং>এদানস্ত, যাওয়াতে>জাবাতে, ব্যক্তি>বেক্তি, পহুছাইবেক, সুমুখে, পিছাতে, হইবাতে।

এ ধরনের বাংলার আর একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে জোনাথান ডানকানের নামে প্রকাশিত নেপালের রাজার সঙ্গে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির অনুবাদ থেকে। চুক্তিপত্রের অনুবাদ যে সঠিক হয়েছে তার প্রত্যায়ন করেন তখনকার ভারপ্রাপ্ত ফারসি ও বাংলা অনুবাদক, ----এডমনস্টোন।

> আহাদনামার বমোহর মহারাজা বনবাহাদুর সাহা সমসের জঙ্গ সেই আহাদনামার মোতাবেক জাহা পাটান হইহয়াছিল শ্রীযুৎ লার্ড কারনওয়ালিসের তরফ মোকাম বানারসের রিসীডেন্ট মেং ডঙ্কীন দ্বারায় তাহাকে তেজারতের আহাদনামা অই মহারাজার সহিত করিতে এবং ইঙ্গরেজের অধিকার ও নেপালের অধিকারের রাইয়ত লোকের মাষুলের বিসয় নিধ্ধারিত করিতে গবনর জানেরেল একতেয়ার দিয়াছিলেন জেমতে নেপালের মহারাজা কোম্পানির অধিকারের লোকের মাষুল জাহা তাহার মুলুকে দিতে হবেক তাহার কাজ আপন জিম্বা হলইবেন।[৪০]

বোঝা যায়, অনুবাদক ইংরেজিতে যেমনটা দেখেছেন ঠিক তেমনটা অনুবাদ করেছেন এবং ইংরেজি বাক্যাংশগুলোও যথাস্থানে বহাল রেখেছেন।

ইংরেজি পদক্রম মেনে বাক্য রচনা করলে তা যে কী শোচনীয় হতে পারে, তার একটা চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে তিন বছর পরে প্রকাশিত আর-একটি বিজ্ঞাপন থেকে:

> এই এস্তহার দেওয়া জাইতেছে/এক বাটী/তাহার নাম ফৌজদারের বাটী/চিতপুরের রোড/সেই বাটী লেখা গিয়াছে কালা লোকের তাউতখানার নিমিত্তে/আর জাহারা জানেরেল হাষপাতালে না জাইতে পারে/তাহারাও এ তাউতখানায় আসিতে পরিবেক/সেই এখন খোলা গেয়াছে/জেমত ঐ কাজের মক্তারকারেরা দাড়া করিয়াছেন...[৪১]

ইংরেজি বাক্যাংশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনুবাদক কেমন অনুবাদ করেছেন, তা বোঝানোর জন্যেই বাক্যাংশগুলো ছেদচিহ্ন দিয়ে আলাদা করে দেখানো হলো। এর মূল ইংরেজি পাঠ ছিলো নিম্নরূপ:

Notice is hereby given

That the House commonly known by the name of the Faujdari House, situated in the Chitpore Road, having been taken for an Hospital for Natives, and such other persons who are not entitled to the benefits of the General Hospital, is now open for the receiption of patients under the Regulation which have been adopted for the management of the Institution.[৪২]

উপরের বঙ্গানুবাদের অর্থ সেকালের বাঙালি পাঠকরা করতে পেরেছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, যদিও চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে এই অনুবাদ মূলানুগ এবং আক্ষরিক। গত দেড়শো বছরে ইংরেজি পদক্রমের প্রভাবে আধুনিক বাংলা গদ্যের পদক্রম হয়তো খানিকটা পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে সে প্রভাব সাধারণ পাঠকরা সম্ভবত স্বীকার করে নেননি। সে জন্যেই ইংরেজি রীতির বাক্য তখন তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই অদ্ভুত এবং দুর্বোধ্য মনে হতো। আলোচ্য অনুচ্ছেদের দু-একটি শব্দ ব্যবহারও লক্ষ্য করবার মতো। যেমন, হস্পিটাল অর্থে তাউতখানা। সেকালে এ শব্দ প্রচলিত ছিলো কিনা, জানিনে। কারণ হসপিটালের ধারণা তখন বহুল প্রচলিত ছিলো না। তা ছাড়া, হসপিটালের সম্পর্কে তখন হিন্দু মনোভাব (হয়তো মুসলমানও) ছিলো খুবই প্রতিকূল। সে যাই হোক, বর্তমান কালে 'তাউতখানা' অপ্রচলিত হয়ে গেছে। তবে সে-কালেই হসপিটাল থেকে কী রকম বাঙালি চেহারার 'হাষপাতাল' শব্দ প্রচলিত হয়েছিলো, তা লক্ষণীয়। সেই রূপেই শব্দটি এখনো চালু, —বানানে সামান্য পরিবর্তন হলেও। আর-একটি শব্দ হলো 'কালা লোক',----নেটিভস্-এর প্রতিশব্দ হিসেবে। 'দেশী' না-বলে অনুবাদক কন গায়ের চামড়ার রঙের প্রতি লক্ষ্য রেখে 'কালা' বলেছেন, জানিনে।

কিন্তু তখনকার অন্য অনুবাদকরা কখনো 'দেসি', কখনো 'দেসস্ত', কখনো 'দিস্য', কখনো 'দেশীয়' বলে এর অনুবাদ করেছেন।

সরকারের পাবলিক ডিপার্টমেন্টের শখানেক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিলো ঐ বিভাগের সচিব হে-র নামে। তাঁর প্রথম দিকের একটি বিজ্ঞাপন থেকে দেখা যায় যে, পরিভাষা হিশেবে কোথাও কোথাও আরবি-ফারসি শব্দ একটু বেশি ব্যবহৃত হলেও, এই ভাষাকে অকৃত্রিম বাংলা বলেই মনে হয়। তাছাড়া, দু-একটি শব্দ স্থানচ্যুত হলেও, এর পদক্রমকেও স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

> শ্রীযুৎ নবাব গবনর জনরেল কৌসলের হুকুমে ইস্তহার দেয়াজায় ---জে নিল ও হররকম সুতি কাপড় বাবুদ কুম্পানি বাহাদুরের সন ১৭৮৮ ইংরাজিতে জে কেহ চাহে কটকিনার দরখাস্ত নিচের বেওরামতে লিখিয়া মালজামিন মত্তবর খাম বন্দ করিয়া কৌসলে দাখিল করিবেক----
>
> ১ প্রথম বেওরা হররকম সুতি কাপড় দরকারি বিলাতের হুকুমনামা মতে বাছনি হইয়া জেতারত (তেজারত) কৌসলে (Board of Trade) সেকরটরি (Secretary) দপ্তরখানাতে মযুত আছে জে কেহ চাহে ১০ মাহ দিজাম্বরতক দপ্তরখানার সাহেবানের বসিবার মকরির ওক্তি সেই মোকামে গিয়া অনায়াসে দেখিবেন----
>
> ২ দ্বিতীয় মোহরকরা নমুনা সকল খাতাবাড়িতে মযুদ আছে জে কেহ চাহেন খাতাবাড়ির সাহেবানের বসিবার মকরির সময় সেইখানে জাইয়া অকেলেষে (অক্লেশে) দেখেন এই নমুনাসকল হরেক রকমের মকরর করা গেল ও হররকম সুতি কাপড়ে নমুনা তিন সিড়ি আওয়াল দোম সেম এই তিন সিড়ির উপর উপর কটকিশ হবেক...[৪৩]

লেখক দফগুলোর ক্রম প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ দিয়ে প্রকাশ করলেও, কাপড়ের মান প্রকাশ করতে গিয়ে আওয়াল, দোম, সেম ও চাহারম শব্দ ব্যবহার করেছেন। গুণগত মান বা শ্রেণী

বোঝানোর জন্যে সিড়ি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করার মতো। নমুনা শব্দের বহুবচনে 'সকল' এবং রকমের বহুবচনে 'হয়' যোগ করলেও, সাহেবের বহুবচন করতে গিয়ে সেকালের বহুল প্রচলিত -আন প্রত্যয় ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে হে-প্রদত্ত বিজ্ঞাপনের ভাষায় কিছু পার্থক্য দেখা যায়। পূর্ববর্তী বিজ্ঞাপনটি শুরু হয়েছিলো এভাবে----'শ্রীযুৎ নবাব গবনর জনরেল কৌসলের হুকুমে'। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞাপনের শুরুতে আছে 'শ্রীযুৎ নবাব গৌরনর কৌষলের হুকুমে'। গৌরনর বানানটি চোখে পড়ার মতো। তা ছাড়া, প্রথম বাক্যে লেখক গবনরকে 'নবাব' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তদুপরি এই বিজ্ঞাপনে আরবি-ফারসি শব্দের অনুপাতও বেশি। তার মানে, এই বিজ্ঞাপনের অনুবাদক কি মুসলমান মুনশি ছিলেন? সমগ্র বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ :

> শ্রীযুৎ নবাব গৌরনর কোষলের হুকুমে ইস্তহার দেয়াজায় যদ্যপি নবাব মজকুর (পূর্বোক্ত নবাব) জানিলেন নমকের গেরানি (অভাবে) গরিব ও মপস্বলের বাষিন্দার উপর ষক্তি ও পেরেষানি হইতেছে একারণ তজবিজ করিলেন জেয়াদা নমক পৌছিবার কারণ হবেক বাজারে নমক বিক্রির দোষরা নিলামের হুকুম ১ মাহ মারচে হইবেক ইহাতে জদি নমকের কিম্মত গরিব লোকের কারণ আরজানি না হয় তবে নবাব সাহেব এ বিশয় দোষরা তদবির জেমত মজাশীব হয় কৌশলে বশীয়া করিবেন ইতি সন ১৭৮৮ ইংরেজি তারিখ ১৬ মাহ জানের...[৪৪]

বাজারে তখন কেবল লবণের সরবরাহ-ই কমে যাচ্ছিলো না, খাদ্যশস্যের আমদানিতেও ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো। সে জন্যে দু সপ্তাহ পরে প্রকাশিত আর-একটি বিজ্ঞাপনে জানানো হয় যে, বঙ্গদেশ থেকে খাদ্যশস্য অন্যত্র চালান দেওয়া যাবে না।

> শ্রীযুৎ নবাব গবনর জেনরেল দর কোসলের প্রার্থনা এই যে গাল্বা জিনিষের গেরানি মামুর করিবার কারণ ও এই সকল জিনিষের অপ্রাপ্তি না-হয় একারণ ইস্তহার দেওয়া জাইতেছে যে আজি অবধি যে পর্যন্ত ফের হুকুম না হয় গাল্বা জিনিষ

জাহাজ কিম্বা ষলুপ ওগয়রহতে বোজাই হইয়া এখান হইতে জাইতে পারিবেক না যে সকল গার্ল্বা জিনিষ জাহাজ কিম্বা ষলুপ ওগয়রহতে আজি নাগাইদ বোজাই হইয়াছে তাহার উপর মানাই হুকুম গবনর জেনরে(ল) দর কোসলের ২৮ জানের ১৭৮৮...[৪৫]

এই বিজ্ঞাপনের সূচনা পূর্বের বিজ্ঞাপন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে 'গৌরনর' কেবল 'গবনর জেনরেল'-এ পরিণত হয়নি, 'গবনর জেনরেল ইন কাউন্সিল'-এর তরজমা করতে গিয়ে অনুবাদক লিখেছেন---- 'গবনর জেনরেল দর কৌসল'। 'দর' শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী। অন্যান্য শত শত বিজ্ঞাপনে 'গবনর জেনরেল-ইন কাউন্সিল'-এর বিচিত্র অনুবাদ করা হয়েছে। যেমন, 'বড় সাহেব ও কৌসল,' 'শ্রীযুত গবনর জেনরেল সাহেব ও শ্রীযুত কৌসল সাহেব,' 'গবনর জেনরেল ও কৌসল', 'শ্রীযুত গবনর জেনরেল বাহাদুর ও সাহেবান কৌসল', 'গবনর জেনরেল ও সাহেবান কৌসল,' 'নবাব গবনর জেনরেল বাহাদুর কৌসলের মধ্যে বষিয়া', 'শ্রীযুৎ প্রবল প্রতাপ নবাব গবনর জেনরেল বাহাদুর কৌসলে', 'সাহেবান কোম্পানির আজ্ঞা গবনর জানরেল কৌসলেতে', 'নবাব গবনর জানরেল কৌষলেতে', 'শ্রীযুৎ নওয়াব গবনর জনরেল বাহাদুর কৌসল হইতে', 'গবনর জেনরেল মজলিষে বসিয়া' ইত্যাদি। বোঝা যায়, এই গতের সর্বজনগৃহীত কোনো সন্তোষজনক এবং প্রামাণ্য পরিভাষা সে সময়ের অনুবাদকরা আবিষ্কার করতে পারেননি।

পূর্বোক্ত বিজ্ঞাপনে আরো একটি চোখে পড়ার মতো পার্থক্য দেখি 'গবনর জেনরেল দর কৌসলের প্রার্থনা অংশের' প্রার্থনা শব্দে। অন্য সব বিজ্ঞাপনে প্রার্থনা নয়, হুকুম বা ইস্তহার শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে।

দুদিন পরে এই বিজ্ঞাপনের আর-একটি বয়ান প্রকাশিত হয়। এটি কেবল বিস্তৃততরই নয়, এর ভাষাও অনেকাংশে আলাদা।

নবাব গবনর জেনরেল বাহাদুর কৌসলের মধ্যে বষিয়া ষুবে বাঙ্গলা ওগয়রহের মধ্যে দক্ষীণ তরফের রাইয়ত ও বাশীন্দা-লোকের রফা হিয়াতের উপর নজর রাখিয়া পশ্চীম দেশ হইতে

> গার্ল্বা জিনিষ যে পর্য্যন্ত না পৌছে যে সেখানে শ্রীশ্রী ঁ ইচ্ছা অনেক জন্মিয়াছে রাইয়ত লোকের গার্ল্বা জিনিষের কারণ পেরেসানি না হয় এ নির্মিত্তিক ও গোলদার ও বেপারি জাহারা মাহাগির সময় আপন মুনাফার কারণ গার্ল্বা জিনিষের দর জেয়াদা করে তাহাদিগের দৌরাত্তি বারণ করিবার কারণ আপন আন্তঃকরণে বিবেচনা করিয়া ইস্তহার দিতে হুকুম করিলেন যে আজি অবধি যে পর্যন্ত ফের হুকুম না হয়...[৪৬]

বিজ্ঞাপনের বাকি অংশ প্রায় আগের মতোই। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এই বিজ্ঞাপন দুটি একই জনের লেখা বলে মনে করা শক্ত। তবে চারদিন পরে প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তিটি ৩১.১ তারিখের বিজ্ঞপ্তি-লেখকের রচনা বলেই মনে হয়। উভয় বিজ্ঞপ্তিতে 'in council' এর অনুবাদে 'মধ্যে' শব্দের ব্যবহারই নয়, দৌরাত্তি, মাহাগ্য, শাম্যক (শম্যক) ইত্যাদি গালভরা বিকৃত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের প্রবণতাও লক্ষযোগ্য। দুই বিজ্ঞাপনেই আরবি-ফারসি শব্দের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন থেকে লেখকের সংস্কৃত প্রীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে,----যদিও ফোর্ট উইলিআম কলেজের কৃত্রিম সংস্কৃতরীতির ছাপ এ রচনায় অনুপস্থিত।

একই কর্মকর্তার নামে প্রকাশিত হলেও বিজ্ঞাপনগুলো যে বিভিন্ন মুনশির রচনা অথবা অনুবাদ, তার প্রমাণস্বরূপ একই দিনে প্রকাশিত তিনটি বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলো প্রকাশিত হয় সরকারের উপসচিব জে. হোয়াইটের নামে। এ বিজ্ঞাপনের বাংলা তরজমা যে বিশ্বস্ত হয়েছে, তার প্রত্যায়ন করেন এডমনস্টোন। এই তিনটি বিজ্ঞাপনের একটির শুরুতে আছে 'শ্রীযুৎ গবনর জানেরেল'; দ্বিতীয়টির শুরুতে 'নবাব গবনর জেনরেল', এবং তৃতীয়টির শুরুতে 'নবাব গবনর জানরেল'। কেবল তাই নয়, প্রথম দুটি বিজ্ঞাপনের ভাষা এবং বানান লক্ষণীয় রকমের আলাদা। সুতরাং বলা যায় যে, সেকালের কর্মকর্তারা নিজেরা এসব বিজ্ঞাপনের অনুবাদ করেননি; এসব অনুবাদ তাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুবাদকের সাহায্যে করিয়েছিলেন।

পাবলিক ডিপার্টমেন্টের এবং অন্যান্য বিভাগের আরো কয়েকটি বিজ্ঞাপন বিষয়বস্তু এবং তাদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের জন্যে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে প্রথম বিজ্ঞাপনটি ই. হে-র নামে প্রকাশিত হয়। এটি মুদ্রিত হয়েছিলো ইংরেজি, বাংলা, ফারসি এবং আরবি ভাষায়। ১৭৯০-এর দশকে আরো কয়েকটি বিজ্ঞাপন চারটি ভাষায় প্রকাশিত হলেও, ১৭৮৭ সালে আলোচ্য বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হওয়ার সময় পর্যন্ত এরকম চারটি ভাষায় প্রকাশিত আর-কোনো বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়েনি। তা ছাড়া, পরবর্তী সময়ে যখন চারটি ভাষায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তখন সাধারণত এ ভাষাগুলো ছিলো ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি এবং ফারসি। হে-র বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ:

> শ্রীযুৎ নবাব গৌরনর জেনরেলের হুকুমে ইস্তহার দেয়াজায় হযুরের হুকুম ঘাটকাপিতানের নামে এই মত হইল হরদেসি জাহাজ গঙ্গায় পউছিবার কালে পথঙ্গ বাঙ্গালি জে কুম্পানির চাকর না হয় সমুদ্রাদির পথজ্ঞাৎ করে সেই জাহাজের মহষুল পাইবেক সেই মহষুল পথচিত্র ও নিসানার খরচ কারণ কেরায়া যুরতে তাহাদিগের স্থানে লইয়া পথ চিন্নাদি মযুকুরের খরচ যে কম্পানি হইতে প্রতি বৎসর হয় হিসাবে মযুরা হইবেক...[৪৭]

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি বানান এবং শব্দ লক্ষ্য করার মতো। যেমন, পউছিবার, পথঙ্গ, পথজ্ঞাৎ, চিন্নাদি। পরিভাষা হিশেবে ব্যবহৃত ঘাটকাপিতান এবং পথচিত্র উল্লেখযোগ্য। পথঙ্গ এবং পথজ্ঞাৎ অভিনব ও মৌলিক। 'পথঙ্গ বাঙ্গালি জে কুম্পানির চাকর নাহয় সমুদ্রাদির পথজ্ঞাৎ করে'---বাক্যাংশে 'বাঙ্গালি' কর্তা এবং 'পথজ্ঞাৎ করে' ক্রিয়ার মাঝখানে 'জে কম্পানির চাকর না হয়' (who is not a Servent of the Company) গুণবাচক বাক্যাংশ প্রয়োগ করা হয়েছে, তাতে মনে হয় অনুবাদক ইংরেজি জানতেন এবং ইংরেজি পদক্রমেরই অন্ধ অনুকরণ করেছেন।

দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয়েছিলো রাজস্ব বিভাগের সচিব হ্যারিংটনের নামে। সেকালে-আন প্রত্যয় যোগে বহুবচন নিষ্পন্ন করা প্রামাণ্য রীতি ছিলো। এমন কি, বিদেশী শব্দের সঙ্গে -আন যোগ করে বহুবচন করাবার দৃষ্টান্তও লক্ষ্য করেছি। যেমন, ডয়রাক্টার

থেকে ডায়রাক্টারান।[৪৮] আলোচ্য বিজ্ঞাপনে প্রথম বাক্য থেকে অনুমান হয়, এই প্রত্যয় ব্যবহার অনেকের ক্ষেত্রে মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছিলো :

> সকল বেপারিয়ান ও মলঙ্গীয়ান ও ঠীকাদারান ও মাহিনাদারান ও কাজগুজরান ও মতালকান নমকমহাল ইহারদিগের উপযুক্ত এহি সন হালের নমক তৈয়ারিরকারণ আপন ২ ঠীকা মকরবি ও কুবুলিয়ত মতে নমক মহালের সাহেবের নিকট হইতে যে আন্দাজ নমকের দাদানি লইয়াছে সে সকল নমক তৈয়ারি করিয়া আদায় করিবেক সে কার্য্যের আঞ্জাম ও আদায় হইলে পর যদি চাহেন পুনর্ব্বার প্রথম দস্তুর মতে ঠীকা ওগয়রহ মকরর করিয়া লইতে পারিবেণ নতুবা কোন লোকের মজাহিম বেতিরেক অন্য কাজ করিতে এক্তিয়ার রাখেন----
>
> ২ দফা যদিস্যত কেহ বেপারিয়ান ও মলঙ্গায়ান আপন ২ শেৎসাপূর্ব্বক যে আন্দাজ নমক দেওয়ার কারণ ঠীকা মকরর করিয়াছেন কিম্বা সে স্থান হইতে অন্য স্থানে দাখিল করিতে একরার করিয়া থাকেন...[৪৯]

এই অনুচ্ছেদে আরবি-ফারসি শব্দের আধিক্য চোখে না-পড়ে পারে না। বিশেষ করে মুজাহিম, কাজগুজরান, মতালকান, মলঙ্গীয়ান, মকরর, একরার, কবুলিয়ত প্রভৃতি শব্দ এবং আরো পরে তজবিজ, তহকিক্ষ ইত্যাদি এই অনুচ্ছেদকে বর্তমান কালের পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য করে তুলবে। কিন্তু আরবি-ফারসি উপাদানের আধিক্য সত্ত্বেও লেখকের সংস্কৃতপ্রীতিও গুপ্ত থাকে না। পুনর্ব্বার, বেতরেক, শেৎসাপূর্ব্বক, দ্রব্ব প্রভৃতি শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, সংস্কৃতপ্রীতি সত্ত্বেও, লেখকের সংস্কৃত ভাষায় কোনো বুৎপত্তি ছিলো না।

সমকালের প্রকাশিত হে-র অন্য একটি বিজ্ঞাপনেও বানানের বৈশিশ্ট্য লক্ষ্য করি। এই বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ছিলো বড়ো নৌকো তৈরি করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ। সম্ভবত এ রকমের বড়ো নৌকো কম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই কম্পানি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। বিজ্ঞাপন-লেখকের বিশেষ

পক্ষপাত ছিলো দীর্ঘ ঈ-কারের দিকে, কয়েকটি শব্দ থেকে তা বোঝা যায়। যেমন, দেখীলে, জমী, দীন (দিন)। 'বনাইবেক না', 'বেবহার করিবেক না' ইত্যাদিও লক্ষণীয়। 'সকল লোককে বারণ হইল' বাক্যাংশে 'কে' বিভক্তির প্রয়োগও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কয়েকটি জিলার নাম সেকালে কোন বানানে লেখা হতো, তা-ও উল্লেখযোগ্য : জসর, মোমিনশীং ও চাটীগাঁ।[৫০]

আর-একটি বিজ্ঞাপন থেকে ঘর তৈরির সঙ্গে যুক্ত কতোগুলো শব্দ পাচ্ছি। যেমন, দোমলহা, দরোআজা, দরোজা, কবজা, বেল্টিলাক, খড়খড়িয়া, জানালা, ফাকট, গাথনি, মুরকি, খিলান, চুনকাম, সাসি, আস্তর, এমারত, উটান, সাল, কারনিস, বারিক, ছাত, বারাণ্ডা, বাঁষ খোয়া, বালি।[৫১] এর মধ্যে কতোগুলো শব্দ পুরোনো বানানেই প্রচলিত আছে। তা ছাড়া কয়েকটি ইংরেজি এবং দুটি পর্তুগীজ শব্দ তখনই কিভাবে ভাষায় গৃহীত হয়েছে, তা-ও লক্ষণীয়।

তখন বঙ্গদেশে দাস কিনে অন্যত্র বিক্রি করার ব্যবসা বেশ চালু ছিলো। নিচের বিজ্ঞাপন থেকে দেখা যাচ্ছে একাজে ইংরেজ এবং দেশীয় উভয় শ্রেণীর লোকই নিয়োজিত ছিলেন।

> ইস্তেহার দেওয়া জাইতেছে
> নবাব গবনর জানরেল কৌষলেতে মালুম হইল এহার সত্যতাতে সন্দেহ নাই যে কথকগুলিন এদেসস্ত লোক এবং বিলাতি লোক এখানকার দাড়াবহিঃভুত হইয়া অনেক দীন পর্যন্ত এদেসস্ত মনস্য স্ত্রি ও পুরুষ ও ছোকরা এবং জোয়ান খরিদ এবং জোটনা করাতে নিযুক্ত আছে তাহারদীগকে অন্যমুলুকে লইয়া গোলামস্বরূপ বেচিবার কারন...[৫২]

কৌষলেতে এবং করাতে শব্দে তে বিভক্তি এবং দাড়াবহিঃভুত, মনস্য, স্ত্রি, দীগকে, অন্য ইত্যাদি বানানও দেখার মতো। এই বিজ্ঞাপনের অনুবাদ যে সঠিক হয়েছে, সেই প্রত্যায়ন করেছিলেন জর্জ ফ্রেডারিক চেরি।

এই হুকুম প্রকাশের পরও দাসব্যবসা অব্যাহত থাকে। সে জন্যে কয়েক বছর পর দাসব্যবসা নিষিদ্ধ করে আরো একটি হুকুম জারি করা

হয়েছিলো। কিন্তু তারপরেও এই বেআইনি ব্যবসা বন্ধ না-হওয়ায়, গবনর জেনরেল এক বছর পরে আরো একটি হুকুম জারি করেন। এর পাঠ ছিলো নিম্নরূপ :

> ইংরেজের বিলাতে জে সকল সাহেবলোক হিন্দুস্তান মুলুকের (অর্থাৎ Court of Directors for the E. I. Company) কর্ম্মকার্য্যের কর্তা আছেন তাহাদিগের সন্ত হিলিনাদিপের (St Helena) বড় সাহেব ও কৌসলে সাহেবদিগের লিখন প্রমাণে অবগত হইয়াছিলেন জে বাঙ্গালার ও এমুলুকের আর ২ স্থানের কোন ২ মনস্য আইন ও দস্তরের বেতিক্রমে ঐ দিপে দাষত্তে বিক্রী হইয়াছে এ কারণ কর্ম্মকর্ত্তা সাহেব মযুকুরেরা এখানে হুকুম লিখিয়াছিলেন জে সকললোক এমত দুঃস্কর্ম্ম আইনের বেতিক্রমে করিয়াছে তাহাদিগের সাধধানের নিমিথ্যর্থে কলিকাতা মোকামে এস্তেহার দেয়া কত্তর্ব্ব এ প্রযুক্ত শ্রীযুৎ নবাব গবনর জানরেল বাহাদুর সন ১৭৯৩ সালের মাহ সেতম্বরের ৯ তারিখে এস্তেহার দেলাইয়াছিলেন এখন এ বিসয়ে কর্ম্মকর্ত্তা সাহেব মযুকুরদিগের হুকুম পুনরায় এইমতে পঁউছিয়াছে জে সেইসকল বিপদগ্রস্ত লোকের খালাসীর কারণ এবং এমত অমনস্যও ক্বরার বারন কারন জথোচিত চেষ্টা হয় এবং দিপ মযুকুর হইতে কোন ২ বিসয়ের বেওরা ষুক্বতি রূপেতয়ার হইয়া পঁউছিয়াছে তাহা যেই নবাব গবনর জানরেল বাহাদুরকে মালুম হইল জে কেহ ২ এমুলুক হইতে বিলাত জাওনকালীন বাঙ্গালা ও হিন্দু-স্থানের কোন ২ স্থানের নিবাসী লোককে আপনদিগের সমিভ্‌-ভার লইয়া গিয়া সেই দিপে বিক্রয় করিয়াছেন এতদার্থে নবাব গবনর জানরেল বাহাদুরের ইৎসা এই জে কেহ এমত দুঃস্কর্ম্ম করিয়াছে এবং করে তাহাদিগের সন্ধান এবং অপরাধের সাব্যস্থ কারন আব্রমত অগৌরবকারক কার্য্যের বারণ নিমিথ্যর্থে দস্তর ও আইনমত চেষ্টা হয়...[৫৩]

মূলানুগ অনুবাদ করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট অনুবাদক ইংরেজী রীতির পদক্রম মেনে নিয়ে ইংরেজি ধরনের বাক্যাংশ সমাহারে অনাবশ্যক রকমের দীর্ঘ বাক্য রচনা করেন। তবে কোথাও কোথাও পরিভাষার অভাবে

অনুবাদক ইংরেজি ধারণাকে বাংলায় ব্যাখ্যা ক'রে বলতে চেয়েছেন। যেমন, Court of Directors for East India Company-এর অনুবাদে তিনি লিখিছেন, 'ইংরেজের বিল্লাতে জে সকল্ল সাহেবলোক হিন্দুস্তান মুলুকের কর্ম্মকার্য্যের কর্ত্তা আছেন'। কিন্তু প্রথম বাক্যে কর্ত্তার পর 'তাহাদিগের সন্তহিলিনাদিগের' (St Helena) লেখায় বাক্যটি কেবল দুর্বোধ্য নয়, পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছে। 'তাহাদিগের' পরিবর্তে 'তাহারা' লিখলে, বাক্যটি দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও, অর্থ বোঝা অসম্ভব হতো না। এ ধরনের ভুল ব্যবহারের আর-একটি নমুনা হলো, 'দাসত্তে' শব্দটি' 'দাসরূপে' লিখলে, 'as slaves' এর অর্থ বোঝা যেতো। 'কর্ম্মকর্ত্তা সাহেব মযুকুরেরা'-ও লক্ষণীয়। লেখক বহুবচনজ্ঞাপক প্রত্যয় সাহেবের সঙ্গে যোগ না করে মযুকুরের সঙ্গে যোগ করেছেন। 'কোন ২ বিসয়ের বেওরা ষুকৃতি রুপেতয়ার হইয়া পউছিয়াছে' বাক্যাংশে 'রুপেতয়ার' শব্দটি কোন ভাষার আমার জানা নেই। অনুমান করি, লেখক 'reported' শব্দের অনুবাদে 'রুপেতয়ার' লিখেছেন। সংস্কৃত যেসব শব্দ বিকৃত রূপ নিয়েছে, তেমন, কয়েকটি হলো : বেতিকৃম (ব্যতিক্রম), সধ্বান (সন্ধান), নিমিথ্যর্থে (নিমিত্তে), কত্তর্ব্ব (কর্তব্য), অমনস্যও (অমনুষ্যত্ব), কৃয়া (ক্রিয়া), ষুকৃতি (স্বীকৃতি), সমিভ্ভার (সমভিব্যাহার), ইৎসা (ইচ্ছা), দুঃস্কর্ম্ম, সাব্যস্থ। এ-অনুচ্ছেদের 'দেলাইয়া' একটি লক্ষণীয় ক্রিয়াপদ। সেকালে নিজন্তে 'দেওয়াইয়া'কে অনেকেই 'দেলাইয়া' লিখতেন। ১৭৮০-এর দশকের রচনায় এই বিকৃত শব্দটি মাত্র কয়েকটি জায়গায় ব্যবহৃত হতে দেখেছি। কিন্তু ১৭৯০-এর দশকে অনেকেই, বিশেষ করে ফরস্টারের মুনশিরা বহু জায়গায় এই ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করেছেন।

আফিমের ব্যবসা নিয়ে সেকালে দেশীয় এবং য়োরোপীয় অনেকেই দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছিলো। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সতর্ক করে এ বিষয়ে সরকার যে-বিজ্ঞাপন দেয়, সেটি প্রকাশিত হয় বার্লো এবং চেরির নামে। ডানকানের মুনশির মতো এই বিজ্ঞাপন-লেখক ক্রিয়াপদের নেতিবাচক রূপ দেবার জন্যে 'না' ব্যবহার করেছেন ক্রিয়াপদের আগে ; যেমন, 'নাজানিবেন'। তা ছাড়া পদক্রমও সর্বত্র স্বাভাবিক নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, পাবলিক ডিপার্টমেন্টের বহু বিজ্ঞাপনের তুলনায় এ বিজ্ঞাপনের ভাষা কম আড়ষ্ট।

জদী কোনো ইঙ্গরেজ লোক আফিঙ্গের সরবরাহ বিষয় কটকিনাদারানের একতেয়ার যে হুকুম ও কায়দা আছে তাহার বেতিক্রম করেন সাবুদ হইলে কোম্পানির আশ্রায় (protection) আপন উপর নাজানিবেন এবং তাহাকে বিলাত পাঠান জাবেক—

জর্দী কেহো এ দিসি লোক হয় মফশ্বলের আদালতে তকসির সাবুদ হইলে এমত হযুরের হুকুমের বরখেলাপ জত আফিঙ্গ করিয়া থাকে তাহার উপর গুণাগারি ফিমন আফিম তিনসও পচাত্তরি টাকা দিবেন—[৫৪]

কয়েক মাস পরে হ্যারিংটন ও জন এলিয়টের নামে প্রকাশিত আর-একটি বিজ্ঞাপনেও 'আশ্রায়'-এর মতো বিকৃত বানানো লেখা কয়েকটি শব্দ আছে। ভাষা এবং বিষয়বস্তু উভয় কারণেই বিজ্ঞাপনটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তখন কলকাতায় বাসরত উড়িয়াদের কাছ থেকে অনেকেই অন্যায়ভাবে টাকাপয়সা আদায় করতো। তা নিষিদ্ধ করেই সরকার এই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলো।

৩ দফা যাহারা আপন জাতিতে নিকা করে রষুম ষুরত কিছু দেয়···

৫ দফা জখন বিভাহের কার্য্য উপস্থিত হয় এক সত পান ও দসটা ষুপারি দেয়

৬ দফা জেখানে দুই চারিটা টাকা জাহার পাওনা থাকে হারামজাদকি করিয়া নাদেয় তাহার নামে নালিষ করিলে দেলাইয়া দেই।

৭ দফা যে আপন জাতিত্যাগ করিয়া অন্য জাইতেকে বিভাহ করে

৮ দফা যদি কেহ আপন জাতি ত্যাগ করিয়া অন্য জাতিতে খায় কিছু দেয়...[৫৫]

লেখক Wickedness-এর অনুবাদ করেছেন হারামজাদকি, বিয়ের বদলে বিভাহ এবং নিকা উভয় শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই। তা ছাড়া, এই বিজ্ঞাপনেও 'দেলাইয়া' ক্রিয়াপদ লক্ষ্য করি।

অন্যায়ভাবে তখন কেবল উড়িয়াদের কাছ থেকেই নয়, অন্যদের কাছ থেকেও টাকাপয়সা আদায় করা হতো এবং তার জন্যে কম্পানির নামও ব্যহৃত হতো। এর বিরুদ্ধে হে এবং এডমনস্টোনের নামে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় দু বছর পরে। এই বিজ্ঞপ্তি, প্রথম বাক্যটি একটু দীর্ঘ হলেও, কাঠোমোগতভাবে সম্পূর্ণ নির্দোষ। পদক্রমের গুণে পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ।

> গবনর জেনেরেল কৌনসলেতে এতলা হইল জে অনেক মন্দ অন্তঃকরণলোক অন্য লোকের স্থানে টাকা লইবার কারণ একত্র হইয়াছে এবং মহাজন লোক ও অন্য লোককে মির্থা ওয়ারিন করিয়া এবং ওয়ারিন করিয়া কএদ করিবার ভয় দেখাইয়া টাকা লইয়াছে···[৫৬]

লেখক Evil Minded Person-এর সুন্দর অনুবাদ করে লিখেছেন, 'মন্দ অন্তঃকরণলোক'। Inconvenience-এর অনুবাদে লিখেছেন, 'ব্যমহদায়ক' আর 'with utmost vigor'-এর অনুবাদে 'অতিবড় শক্তির সহিত'। লেখকের দীর্ঘ ঈ-কারের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পায় দীগের, দীয়া, দীষ্টে, চেষ্টীত প্রভৃতি বানান থেকে।

বাক্য দীর্ঘ হলেও পদক্রম স্বাভাবিক এবং বাক্যাংশগুলোর অন্বয় স্পষ্ট হলে অর্থ গ্রহণ করা যে শক্ত হয় না, তার প্রমাণস্বরূপ হে-এডমনস্টোনের আর-একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করি।

> হযুরের হুকুম মাফিক ইস্তেহার দেয়াজাইতেছে...১৭৯০ সালের হুকুম মাফিক খত ও প্রোমিসরি নোটের মালিকেরা একোনটেন্ট-জানেরেলের দপ্তরে তাহাদিগের খত ও প্রোমিসরি নোটের যুদের টাকা ত্রেজরিতে পাঠাইবার কারণ দরখাস্ত করিতেন যে হুকুম এখন মহকুপ হইয়া এই হুকুম হইল জে আন্দা খত ও প্রোমিসরি নোটের যুদের টাকার রসিদ নিচের লেখামত খত ও প্রোমিসরি নোটের পিঠে লিখিয়া ত্রেজরিতে দরখাস্ত করিলেই সেইখান হইতে টাকা পাইবেন——[৫৭]

পাবলিক ডিপার্টমেন্টের সর্বশেষ যে-বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করছি, সেটি বার্লো এবং এডমনস্টোনের যুগ্মনামে প্রকাশিত হয়। এ বিজ্ঞাপনের ভাষা অথবা বানানে বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু শতাব্দীর একেবারে শেষে পাবলিক ডিপার্টমেন্টের ভাষার চেহারা কী রূপ নেয়, তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করছি—

> শ্রীযুত নবাব গবনর জানেরেল বাহাদুর এই দৃষ্টে জে সরকার কম্পানিতে জখন খরচপত্র অধিক হয় তখন কুম্পানির খত ওদিগর কুম্পানির কাগজের সম্পত্তিতে অতিনুন হয় এ কারণ নবাব গবনর জানেরেল বাহাদুর সরকারের সুভিতা এবং সকল লোকের ভালর নিমিত্তে ইহাই সুভজ্ঞান করিলেন জে কুম্পানির সরকার ও মহাজনদিগের সহিত রেজষ্টর ডিটের পরিসোধের এই করার দাদে রেজষ্টরডিট সরকার কুম্পানির সংস্থানে জখন জত টাকা উদবর্ত্ত হইবেক তাহা হৈতেই নম্বর বিমজীঃম পরিশোধ হইবেক জে প্রকারে অন্যমত না হয় সেই প্রকারে ঐ নুনের বারণ হয় এতদার্থে নবাব গবনর জানেরেল বাহাদুর নিচের লেখা দফা সকল নির্দ্ধারিত করিলেন—
>
> ১ দফা কুম্পানির সরকারের এই মুলুকের মোতালক হাল ও আইন্দার কর্জ্জার পরিশোধ কারণ বাঙ্গালাতে এইরুপ সংস্থান নির্দ্ধারিত হইল যে এক সনের মধ্যে চারিবার এই কর্জ্জার ময়ুকুরের পঞ্চাশৎ অংশের এক অংসে প্রমানে লোকদিগের স্থানে খাজনায় টাকা লইয়া তাহার হুণ্ডিসকল তিন তিন মাষ পরে সেইসব লোককে তাহাদিগের দরখাস্তমাফিক একয়নটন্ট জানেরেলের নাযেবের মারফত বিলাতের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের নামে খাজানা হইতে দিয়া জাইবেক ও সেই সংস্থানের টাকা আর কুম্পানির খত ওদিগর কাগজের জতষুদ পাওাযায় তাহা হইতে কুম্পানির খত ওদিগর কাগজের খরিদের দ্বারায় সরকারের কর্জ্জা পরিসোধ হইবেক...[৫৮]

এই বিজ্ঞাপনের তুলনায় এর আগের বিজ্ঞাপনটির ভাষা অনেক স্বচ্ছন্দ। বর্তমান বিজ্ঞপ্তিতে বাক্যাংশের দূরান্বয় এবং বিকৃত সংস্কৃত শব্দের

ব্যবহারই সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো। এ প্রসঙ্গে সুভিতা, সুভজ্ঞান, নুন, উদবর্ত্ত, পরিসোধ, অংস ইত্যাদি শব্দ লক্ষণীয়। এসব শব্দের সঙ্গে ভালো পরিচয় না-থাকা সত্ত্বেও লেখক এসব ব্যবহারে কুণ্ঠিত হননি। তা ছাড়া, নির্দ্ধারিত, সংস্থান ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারও এই প্রথমবারের মতো দেখা যায়। ইত্যাদি অর্থে ওদিগর এবং 'খরিদের দ্বারায়' লক্ষ্য করার মতো। বস্তুত, এসবের মাধ্যমে লেখকের সংস্কৃত-প্রীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে,——বেশ কিছু আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার সত্ত্বেও।

সাত

১৭৯৪ সালের ফেব্রুআরি মাসে কলকাতা শহরের 'বন্দবস্তের জন্যে বড় আদালতের সনন্দ মাফিক' ছয় সদস্যের একটি কমিটির ওপর তদারকির দায়িত্ব অর্পিত হয়। প্রশাসনের প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হয় একজন জাস্টিসের ওপর।[৫৯] তাঁর প্রথম সচিব নিযুক্ত হন জন মিলার। জন মিলারের নামে প্রথম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় ঐ বছরের জুন মাসে। ঐ বিজ্ঞপ্তিতে, এবং তখনকার অন্যান্য বিজ্ঞপ্তিতে, বাংলায় যেভাবে ইংরেজি শব্দ হরফান্তর করে লেখা হয়, তা থেকে এটাই মনে হয় যে, এগুলো বাঙালি মুনশিদেরই রচনা। যেমন, যুষ্টিষ (justice), সিসন (session), ফেরানসিস গেলাডুন (Fransis Gladwin), শিটীঙ্গ (setting)। বিজ্ঞপ্তিটি সঠিকভাবে অনূদিত হয়েছে, এই প্রত্যায়ন করেন সরকারী অনুবাদক হিশেবে এডমনস্টোন। তবে এরপর জন মিলারের নামে যেসব বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তাতে এডমনস্টোন অথবা অন্য কারো নাম প্রত্যায়নকারী হিশেবে উল্লেখিত হয়নি।

কয়েক বছর পরে জন মিলারের নামে প্রচারিত একটি বিজ্ঞাপন উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞাপনের শুরুতে দেবতার নাম থেকে :

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সরণঃ

কাপতে(ন) ওয়াএট সাহেবের বাটী সয়নকুঠরি হইতে যুক্রবার সন্ধের সময়ে একছেদ লোহার সিন্দুক চুরি গিয়াছে/সিন্দুকের

> রকম এই/আর জে সকল জিনিষ ছিল তাহার জয়াদাদ/সিন্দুক লম্বা ১২ ইঞ্চি(,) চৌড়া ৯ ইঞ্চি(,) উঁচা ৭ ইঞ্চি/চারিকোণা চাকুনির কিন্যায়া পিতল দিয়া মোড়া/ভিতরের হাতল একটা চাকতি চাকুনির ভিতরে/যখন সিন্দুক লইয়া গিয়াছে তাহাতে তিনসও টাকা আর কিছু গিনি আর রূপার টাকা হরেকরকমের ছিল/কিছু কিম্বতের কাগজ ছিল(,) তিনটা থল্যা আর হরেক চাবি তাহাতে ছিল/পুলিসিতে এই সিন্দু(ক) বাবুদে জেকেহ্ এই খবর কিম্বা কোন জিনিস ঠাহওনাজায় কিম্বা পাওয়াজায় এমত জে খবর দিবেক সে খুব বকসিস পাইবেক ইতি ১৭ ফিবরিল সন ১৮০০ সাল[৬০]

কিন্তু দেবতার নামের চেয়েও এই বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব এর ভাষার জন্যে। এর আগে যেসব বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করেছি, তা থেকে আরবি-ফারসি শব্দের এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিকৃত বানানো সংস্কৃত শব্দের যথেষ্ট ছড়াছড়ি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু উপরের বিজ্ঞাপনে আরবি-ফারসি অথবা সংস্কৃত কোনো ধরনের শব্দেরই আধিক্য নেই। 'জায়দাদ' এবং 'কিম্বত' (কিম্মত) এখন ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু সেকালে উভয় শব্দই বহুল প্রচলিত ছিলো। আর এই অনুচ্ছেদে সংস্কৃত এমন কোনো শব্দ নেই যা চোখে পড়ার মতো। বরং 'সন্ধের', 'আর', 'কিনারা', 'হরেকরকম', 'থল্যা', ইত্যাদি শব্দ সেকালের কথ্যভাষার ইঙ্গিত বহন করে।

এই বিজ্ঞাপনে আরবি-ফারসি শব্দের বিরল ব্যবহার এবং প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, এ কোনো হিন্দু মুনশির রচনা। তবে হিন্দু মুনশি হলেও, ইনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নন। ফোর্ট উইলিআম কলেজের যুগে এই সরল ভাষা অনুসৃত হয়নি।

কয়েক মাস পরে জন মিলারের নামে আর-একটি উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এর শুরুতে কৃষ্ণ অথবা অন্য কোনো দেবতার নাম নেই। তা ছাড়া, এর ভাষাও কিছু ভিন্ন ধরনের মনে হয়। বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ:

> এই তারিখ অবধি সহর কলিকাতার মধ্যে বসতবাটী কিম্বা দোকানের ওগয়রহ খড় কিম্বা বিচালি কিম্বা হোগলা ও দরমা ওগয়রহ দ্রব্য জাহাতে সিগ্র অগ্নি লাগে ইহা দিয়া ছাইতে পরিবা না—
>
> এই তারিখ অবধি কেহ খড় সহর কলিকাতায় আনিতে পারিবা না আর বাঁস গরান দরমা এবং জাহাতে হটাত অগ্নি লাগে এমন জিনিষ গোলা করিয়া কেহ সহরে রাখিতে পরিবা না আর জে কেহ মহাজনলোক বাঁস খড় গরান দরমা বিচালি ওগয়রহ গোলা করিয়া রাখিয়াছো ঐ তারিখ অবধি পোনের রোজের মধ্যে উঠাইয়া লইবা
>
> জেসকল বাটী ও দোকান ঘর ওগয়রহ খড় কিম্বা বিচালি কিম্বা হোগলা ও দরমা দিয়া ছাওয়া আছে তা ১ নবম্বরের পর থাকিবে না সহর কলিকাতার মধ্যে জেসকল ঘরে অগ্নি লাগিলে রাইয়ত লোকের প্রাণনষ্ট হয় এবং লোকসান হয় এমত ঘর এইক্ষণ ভাঙ্গা জাইবেক...[৬১]

এই অনুচ্ছেদে ইত্যাদির বদলে ওগয়রহ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ; কিন্তু পূর্ববর্তী বিজ্ঞাপন-লেখক সে কাজ সম্পন্ন করেছেন 'হরেক' শব্দ দিয়ে। তা ছাড়া, এখানে 'উঠাইয়া লইবা', 'পারিবা না', ইত্যাদির মাধ্যমে সরাসরি মধ্যম পুরুষে আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ; কিন্তু পূর্বের বিজ্ঞাপনটিতে তৃতীয় পুরুষ ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞপ্তিতে কেবল 'ওগয়রহ' এবং 'রোজ'-এর মতো আরবি-ফারসি শব্দই নয়, 'অগ্নি লাগে', 'প্রাণনষ্ট', 'এইক্ষণের' মতো সংস্কৃত শব্দাদি দেখতে পাই। 'অগ্নি লাগে' প্রয়োগে আগুনই স্বাভাবিক, অগ্নি নয়। এ থেকে লেখকের সংস্কৃতপ্রীতিই প্রতিফলিত হয়।

আট

সরকারী বিজ্ঞাপনের বাইরে সেকালে বহু ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয়েছিলো। এগুলোর বিষয়বস্তু বিচিত্র। আয়তনও নানা ধরনের। তবে বেশির ভাগ বিজ্ঞাপনই সরকারী বিজ্ঞাপনের

তুলনায় সংক্ষিপ্ত। এগুলোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ভাষাগত বৈচিত্র্য। বিভিন্ন সময়ে নানাজনের রচনা বলে এগুলোর ভাষায় কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যগোচর নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সরকারী বিজ্ঞাপনের তুলনায় ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের সংখ্যাও অনেক কম। আসলে পণ্যবিক্রির জন্যে বাংলা ভাষায় ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন সেকালে খুব একটা প্রকাশিত হয়নি। পণ্য বিক্রয়ের জন্যে ইংরেজি পত্রিকার ইংরেজ পাঠকদের জন্যে বাংলায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তেমন কোনো কারণও ছিলো না। কিন্তু ইংরেজিতে এ জাতীয় অসংখ্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিলো। সরকারী আইনানুযায়ী যে সব বিজ্ঞাপন 'জনসাধারণের' জ্ঞাতার্থে দেশীয় ভাষায় প্রকাশের নিয়ম ছিলো, কেবল সেইসব সরকারী বিজ্ঞাপন এবং যেসব বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সাধারণ্যে প্রচার করা বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বার্থেই অত্যন্ত জরুরী ছিলো, সেগুলোই বাংলায় প্রকাশিত হতো, এসবের মধ্যে ছিলো হারানো-প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি, ব্যক্তিগত ঘোষণা, অথবা কোনো কিছু বিক্রির বিজ্ঞপ্তি।

এ ধরনের প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৭৮৪ সালের মে মাসে। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু হলো একটি লটারি---তখনকার ভাষায় সর্তি খেলা। এই বিজ্ঞাপনটির অংশবিশেষ নিচে উদ্ধৃত করছি:

> দসঞি জুলাই সন ১৭৮৪ ইংরেজি মোতাবেক ২৯ আসাড় সন ১১৯১ বাঙ্গলা পুরানা আদালতের ঘরে সরতি খেলা হইবেক একারণ ছোটবড় সকলকে সংবাদ দেয়া জাইতেছে যে তিন হাজার সরতির কাগজ এক এক কাগজ দস মোহরের... ইহার মধ্যে দুই হাজার এক সত সরতির কাগজ দাখিল হইয়াছে নয় সত রতির কাগজ বাকী আছে জাহার বাসনা হয় বাঙ্গাল বেঙ্ক মেজর মেটকাফ সাহেবের বাটিতে গিয়া দাখিল করো...জাহার চিঠি আগে বাহির হইবেক সে জেয়াদা দস হাজার টাকা পাইবেক আর জাহার চিঠী সকলের পিছে বাহির হইবেক সে বিস হাজার টাকা জেয়দা পাইবেক...যেকেহো জিতিবেক তাহার মধ্যে ফিসদে দষ টাকার হিসাবে দিবেক ইহার অর্দ্ধেক ইংরেজি গিরিজার এমারতে খরচ হইবেক আর অর্দ্ধেক জে সাহেব কাজের আঞ্জাম করিয়াছে সেই পাইবেক[৬২]

এই ভাষায় আরবি-ফারসি অথবা সংস্কৃত শব্দের কোনো বাড়াবাড়ি নেই। কিন্তু তারচেয়েও উল্লেখযোগ্য এর বাক্যগঠন। এমন কি, যে বাক্য একটু বেশি লম্বা, তা-ও পদক্রমের জন্যে অনাড়ষ্ট। বস্তুত, এমন স্বচ্ছন্দ এবং অকৃত্রিম ভাষার নমুনা সেকালে কমই পাওয়া যায়। অধ্ধেক ,ফিসদ, কেহো, করো প্রভৃতি বানান এবং বাসনা শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ থেকে এই ভাষার সঙ্গে ডানকানের তৃতীয় আইন-গ্রন্থের ভাষার মিল লক্ষ্য করা যায়। অসম্ভব নয় যে, এটি হয়তো তাঁরই মুনশির রচনা। মাস খানেক পরে প্রকাশিত অন্য একটি বেসরকারী বিজ্ঞাপনের তুলনা করলেই বর্তমান বিজ্ঞাপনের ভাষা কতোটা অকৃত্রিম এবং সাবলীল তা উপলব্ধি করা সম্ভব। দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ :

> মেং লারকীন সাহেবের নিজ বাটী ও আর এক তালা বাটী ও তাহার নিকট পূর্ব্ব তরফ আর এক বালাখানা বাটী খোষখরিদে বিক্রি হইবেক যেকেহ খরিদ করিবেক সে কোম্পানির সূদী দ্রাপ দিতে হবেক তাহাতে ডিষকৌন্ট পাইবেক না আর যে বাটী লইবেক তাহার মরজী হয় তিন সনের কেরায়া দেন তবে জনেক লইবেক তাহার যে ওয়াজিরি কেরায়া হইবেক তাহা পাইবা মেং লারকান সাহেবের নিকট ইহার বেওরা ওয়াকিব হইবা ইতি[৬৩]

'যে কেহ খরিদ করিবেক সে কোম্পানির সুদী দ্রাপ দিতে হবেক', 'যে বাটী লইবেক তাহার মরজী হয় তিন সনের কেরায়া দেন' ইত্যাদি বাক্য যে হুবহু ইংরেজি বাক্যের অযোগ্য অনুবাদ, তা পড়তে গেলেই টের পাওয়া যায়। এ ধরনের আর-একটি অযোগ্য অনুবাদের নমুনা:

> বড় ছোট লোককে সহরত দেওয়া জাইতেছে যে ২৯ মাহ মার্চ সন ১৭৮৫ ইঙ্গরেজি মঙ্গলবার পুরানা আদালতের ঘরে মারফত মেস্তর বনফিল সাহেবের দুইপ্রহর দিবসের সময় নৌকা ফিল-চেহারা দরুণ মেস্তর হিষ্টিন বাহাদুরের নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি

এই বাংলা যে কতোটা ইংরেজি মূল রচনার হুবহু অনুকরণ তা ইংরেজির সঙ্গে তুলনাতুলনা করলে তবেই বোঝা যায়। বিশেষ করে পদক্রমের

ব্যাপারে। তবে শুরুতে সেকালের রীতি অনুযায়ী 'সবাইকে জানানো যাচ্ছে' জাতীয় একটি বাক্যাংশে জুড়ে দেওয়া হয়েছে:

> To be sold by Public Sale, on Tuesday the 29th instant, by Mr. Bondfield at the old Court House (by permission) at the Hour of Twelve precisely, the well known Pheelcharrah of the late Governor-General...[৬৪]

তরজমা করতে গিয়ে অনুবাদক মূল বাক্যটির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বাক্যাংশের ক্রম বজায় রেখেছেন। তবে বাংলা বাক্যরীতির প্রতি ন্যূনতম মর্যাদা দিতে গিয়ে অনুবাদক ক্রিয়াপদটি বাক্যের শেষে স্থাপন করেছেন 'By Mr. Bondfield'-এর অনুবাদ 'মেস্তর বনফিল সাহেবের মারফত' এবং 'Pheelcharrah of the late Governor-General'-এর অনুবাদ 'মেস্তর হিষ্টিন বাহাদুরের নৌকা ফিলচেহারা' করলে বাংলা পদক্রম খানিকটা রক্ষা পেতো। অনুবাদক 'by permission', 'well known', 'Precisely' এবং 'late' কথা কটির অনুবাদ করেননি। তা ছাড়া, Bondfield-এর হরফান্তর করেছেন বনফিল, Hastings-এর হিষ্টিন (সেকালে হিষ্টিন অথবা হেস্টীন বানান চালু ছিলো), Mr.-এর মেস্তর (তখনকার আর-একটি বানান মেস্ত্র, সম্ভবত পর্তুগীজ প্রভাবিত), Pheelcharrah-এর ফিলচেহারা।

ইংরেজি দীর্ঘ বাক্য পড়ে অর্থ বজায় রেখে বাংলায় বক্তব্য প্রকাশ করার ক্ষমতা সেকালে ডানকানের মুনশি ছাড়া অন্য কারো রচনায় বলতে গেলে দেখাই যায় না। অনুবাদকরা ইংরেজির সঙ্গে মিল রেখে তরজমা করতে গিয়ে বাক্যগুলোকে অনাবশ্যক রকমের দীর্ঘ ও দুর্বোধ্য করে ফেলেছেন। এ ধরনের বাক্যগঠনের আর-একটি দৃষ্টান্ত:

> কএক আদদ জড়াও দ্রব্য ও হিরা ও জমরদ ওগরয়হ মেং হৌজি সাহেবের হিকট হাওয়ালে হইয়াছিল ... গ্রাবেরন নামক জাহাজেতে...বিলাত যাওন কালে বিক্রয় কারণ সেই জিনিষ দোসরা কাহার জেম্মা করিয়া থাকিবেন...[৬৫]

একটি বিজ্ঞাপন এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। এটি কেবল বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিলো। তার মানে একে তত্ত্বত অনুবাদ বলা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর ভাষায় অনুবাদের ছাপ সর্বত্র স্পষ্টভাবে মুদ্রিত। বিজ্ঞাপনটির পাঠ নিম্নরূপ:

বিক্রি কাগজ
মাং দ্রং রাথমেন এন কো

বিক্রি হইবেক নিলামে এক দোতলা পাকা বাটী নিলাম হইবেক রোজ সনিবার তারিখ ১৮ আগস্ত মায় আমলা কিতা জমী মতালকে বড়বাজারের বড়তলা জমী কমবেষ /৪ চারিকাটা সাবেক মহষুল হাঁষ কুমার ও পইদাষ খুব কিফাতের আওতাত বটে ইহাতে কতো ঘর ওগয়রহো কাগজেতে বিক্রীর দিবষের মধ্যে মেং দ্রীং রাথমেন এন কো (Dring, Rothman & Co) সাহেবের বাটীতে দেখিতে পাইবেক সরিপের (শেরিফ) বিলসীল আছে তাহার বিক্রী লিখিয়া দেওয়া জাইবেক খরচখরচা নাগিবেক না নিখরচা বাটী আমল পাইবেক ইতি[৬৬]

অনুবাদ না-করে বিজ্ঞাপন-লেখকরা যখন স্বাধীনভাবে বাংলায় বিজ্ঞাপন লিখেছেন তখন, বাক্যগঠন তুলনামূলকভাবে সরল রীতির, যেমনটা নীচের কয়েকটি দৃষ্টান্তে দেখতে পাই।

১ বোম্বাই হইতে কাং নেকলেষ পেলি সাহেবের সঙ্গে গোলাম মহিদিন খানসামা আসিয়াছিল সে মেছুয়াবাজারে রাজুবাড়ের বাটিতে ছিল সে বোম্বাইয়া লোক মোছলমান তাহার বএস বৎসর ত্রিসেক সে সাহেবের মশমল ও ডুরিয়া আ(র) ২ কাপড় ও জিনিষ বিস্তর লইয়া পলাইয়াছে যদি তাহাকে কেহ ধরিয়া কিম্বা খবর ডাক্তর কাং টাষকল সাহেবের কাছে আনিতে পারহ তবে তাহাকে সাহেব ৫০ পঞ্চাশ টাকা বক্সিষ দিবেন ইতি[৬৭]

এই অনুচ্ছেদের বাক্যগুলো কতো ছোটো এবং সরল তা লক্ষণীয়। তাছাড়া আরো লক্ষ্য করার বিষয় হলো পদক্রম এবং শব্দগুলো।

এর মধ্যে আরবি-ফারসি শব্দের বাহুল্য নেই, আর গালভরা সংস্কৃত শব্দ একটিও নেই।

২ একজন গোরিব লোক বেঙ্গাল বেঙ্কের এককেতা তমোসুক হারান পরে পাইয়া শ্রীযুৎ গনের্দ সাহেবের স্থানে দিয়াছে এই জন্যে সাহেব মজকুর ইস্তহার দিতেছেন যেকেহ এ তমোসুকের তারিপ করিয়া আপনার সাবুদ করিতে পারিবেক তমোসুক মজকুর সেই পাইবেক কিন্তু যেলোক পাইয়াছে সে বড় গোরিব এই জন্যে উহাকে কিছু ইনাম দিতে হইবেক ও সাহেব মজকুর নিতান্ত ইস্তেহারের খরচা বিদ্রেক লইবেন না[৬৮]

এই অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটি গোলমেলে। বিজ্ঞাপনদাতা বলতে চেয়েছিলেন যে, কোনো এক ব্যক্তি ও এককেতা তমোসুক হারিয়েছেন, একজন গরিব লোক তা পেয়ে গনের্দ সাহেবের কাছে দিয়েছেন। কিন্তু পদক্রমে ত্রুটির জন্যে অর্থ অন্য রকম হয়ে গেছে। 'নিতান্ত' শব্দের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। ডানকানের মুনশিকে মনে পড়িয়ে দেয়। তবে এই অনুচ্ছেদের ভাষা-ত্রুটি সত্ত্বেও, অনুবাদগন্ধী নয়। উচ্চারণভিত্তিক 'জোন' ও 'গোরিব' বানান লক্ষ্য করার মতো।

৩ একুটীর ডিক্র দরুণ বিক্রী হইবেক সুপরেমকোর্টের হুকুমে একুইটীর শ্রীযুৎ উইলেম চাম্বর সাহেব সোমবারে ১৯ সেতম্বর এই মাষের দষ ঘড়ী আর দুই প্রহরের মধ্যে এক পাকা বসত বাটী আর খানিক জায়গা মায় আমলা মোং সুতানুটী সহর কলিকাতা আন্দাজী পাচ বিঘা দষকাটা সে বাটী উর্ত্তরে বড় রাস্তা দক্ষিণে রামনারায়ণ করের বাটী পূর্ব্বভাগে আর এক বড় রাস্তা পশ্চিমে রহমত মছলমানের বাটী এবং আর এক-খানা জায়গা মায় আমলা সেইখানে আছে কমবেষ ছয়কাটা[৬৯]

৪ শ্রীরামলোচন বাবু ও গোকুলচন্দ্র মিত্র দুইজনে আদালতে ধুলেপুর পরগনার ধানের কাজিয়া হইয়াছিল তাহাতে মিত্র মযুকুর এখানে হারিয়াছিলেন সেই মকদ্দমা বিলাতে গিয়াছিল তাহাতে ওবাবু জিতিলেন মিত্র মযুকুর হারিলেন[৭০]

খুব দুর্বল রচনা, সন্দেহ নেই। বিশেষ করে পদক্রমের দরুণ অর্থ উদ্ধার করা শক্ত। 'ধুলেপুর পরগনার আদালতে দুইজনের' লিখনে অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠতো। 'ঐ' অর্থে 'ও' (বাবু) শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

৫ আমার স্ত্রি কেলারিন্দা বরোস আমার বাটী হইতে অনাহুতা গিয়াছে অতএব আমি খবর দিতেছি কেহ জদি কেলারিন্দা বরোসের সহিত সংশ্রপ করে তবে আমী তাহার নামে আদালতে নালিস করিব আর সেই কেলারিন্দা বরোসকে জদি কেহ কর্জ্জদেয় তবে আমার সঙ্গে সে দাওয়ায় এলাকা নাহি[৭১]

এই অনুচ্ছেদটি ইংরেজি একটি বিজ্ঞাপনের বিশ্বস্ত অনুবাদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর ভাষায় অনুবাদের কোনো ছাপ 'এলাকা নাহি'র আগে পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় না।

৬ প্রানকৃষ্ণ বিস্বাষ তিন কোম্পানির সারটীফিকেট দিয়াছিলেন সোনাতন সিলকে ষুদ যানিবার নিমিত্তে তাহাতে তিনি সেই তিন সারটীফিকেট সহিত অদরসন হইয়াছেন তাহার নম্বর সন তারিখ নিচে জিগির আছে[৭২]

এই বিজ্ঞাপনের ইংরেজি পাঠটি ভিন্ন রকমের। বাংলা অংশটি ইংরেজির অনুবাদ নয়, স্বাধীন রচনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথম বাক্যের পদক্রম আদৌ বাংলার মতো নয়, ইংরেজির অনুবাদের মতোই মনে হয়।— 'প্রানকৃষ্ণ বিস্বাষ তিন (খানা) কোম্পানির সারটীফিকেট ষুদ যানিবার নিমিত্তে সোনাতন সিলকে দিয়াছিলেন' লিখলে তাকে বাংলা পদক্রমের অনুসারী বলা যেতো। অদরসন (অদর্শন) এবং জিগির শব্দের প্রয়োগ আর বিস্বাষ, সোনাতন, সিল ও যানিবার বানানও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

৭ বিক্রী হইবেক
একটা বড় সুবুদ্ধী সিংহির মাদি বাচ্ছা আরাবী মুলুকের ইহার কিম্মর্ত সিক্কা ২০০০ দুই হাজার তঙ্কা জে কেহ খরিদ করিতে চাহে মেং দৃং এন কোং সাহেবকে জিজ্ঞাসিলে পাইবেক[৭৩]

এই বিজ্ঞাপনটি ইংরেজি-বাংলা উভয়ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছিলো, তবে বাংলা পাঠটি এতোই স্বতন্ত্র ধরনের যে, তাকে স্বাধীন রচনা বলাই সঙ্গত। কিন্তু 'আরাবী মুলুকের' বাক্যাংশ যেখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, এমন কি 'আরাবী' বানান থেকে সন্দেহ হয় যে, এভাষা আসলে ইংরেজি প্রভাবিত। 'সুবুদ্ধী' শব্দের প্রয়োগও লক্ষণীয়।

৮ মতালকে জেলা চব্বিষ পরগণার রসা সাকীনের শ্রীগৌরীচরণ ঘোষের এডবেরটাইষ আমারদিগের তালুক ও বাজে জমী ওগয়রহ সমস্ত সাধারণ আছে ইহার হিস্যাদার আমি হিস্যা অংসাঅংস চিহ্নীত কাহার হয় নাই তাহাতে আমার ছোটভাই শ্রীরাধাচরণ ঘোষ কারসাজী করিয়া ঐ সাধারণ তালুক ওগয়রহ আমার হিস্যা পয়মাল করিবার কারণ কারসাজী বিক্রী অথবা বন্দক দেওনের উদ্যোগে আছেন অতয়েব সকলকে জানাইতেছী তোমরা কেহ খরিদ অথবা বন্দক কিবল রাধাচরণ ঘোষের দস্তখতে লইবে নাই লইলেও মঞ্জুর হইতে পারিবেক নাই ইতি

শ্রীগৌরীচরণ ঘোষস্য[৭৪]

কেবল 'ঘাষস্য থেকেই নয়, গোটা অনুচ্ছেদের ভাষা থেকেই বোঝা যায়, এ অনুবাদ নয়। লেখকের বক্তব্য বোঝা যায় ; বাক্যগুলোও সরল এবং সক্ষিপ্ত ; কিন্তু এ ভাষাকে স্বচ্ছন্দ বা সাবলীল বলা যায় না। হয়তো তা লেখকের পারদর্শিতার অভাবের জন্যেই 'লইবে নাই' এবং 'পারিবেক নাই' প্রয়োগ অসাধারণ। 'তাছাড়া, অংসাঅংস', চিহ্নীত', 'অতয়েব' 'কিবল' ইত্যাদি বানানও লক্ষ্য করার মতো। অংশ ও অতএবের এই বানান আগেও দেখেছি, কিন্তু কেবলের এ বানান আর কোথাও দেখিনি। তখন পর্যন্ত 'বিজ্ঞাপন' শব্দটি চালু হয়নি, তার প্রমাণ 'এডবেরটাইষ' শব্দ।

বস্তুত উপরের আটটি অনুচ্ছেদ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, অনুবাদ না-হয়ে স্বাধীন রচনা হলেই, তা যে সরল এবং স্বচ্ছন্দ হয়েছে, তা নয়। বরং অনেক সময়ে অনুবাদ হওয়া সত্ত্বেও, অনুবাদকের দক্ষতার গুণে ভাষা সাবলীল ও অনাড়ম্বর হয়ে উঠেছে। এ ধরনের দু-একটি দৃষ্টান্ত নিচে উদ্ধৃত করছি।

১ ইস্তেহার দেয়াজাইতেছে এই জন্যে যে কুড়িটা দাগদার চিতা হরিণ মাদা দরকার আছে জাহার নিকট এমত২ রঙ্গের মাদা হরিণ থাকে মোকাম লালবাজার শ্রীযুত মেং মেকী সাহেব ছাপাখানার মালিক তাহার নিকট খবর দিবে এবং হরিণ ফি হরিণ ১ মোহর পাইবেক যদি বিলক্ষণ পুস্টু মোটা হরিণ আনিবেক তবে ফি হরিণ ২০ টাকা তাহাকে দেওয়া জাইবেক ইতি[৭৫]

এই অনুচ্ছেদে 'যদি আনে' অর্থে 'যদি আনিবেক' প্রয়োগ লক্ষণীয়। তাছাড়া 'স্ট' বানানও অসাধারণ।

২ এই খবর দেওয়া জাইতেছে----রাজা পিতম্বর কলিকাতা হইতে পশ্চিম দেষে জাইবেন সকলকে খবরদেই জাহার কোন দাওয়া থাকে তাহা তাহাকে জ্ঞাত করিবে কিম্বা মেং সেমিয়ল পিট সাহেবকে জ্ঞাত করিবে মর্দ্দত ৩ ফিবরিলের আগে কিম্বা এই তারিখে তারিখ ১৮ জানের ১৭৯২[৭৬]

এই ধরনের বিজ্ঞাপনের মধ্যে আমার বিবেচনায়, সবচেয়ে সাবলীল ভাষার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই শতাব্দীর একেবারে শেষ বছরে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে। নিলামের এই বিজ্ঞাপনটি দিয়ে ছিলো Messers Tullah & Co,

শ্রীশ্রী দূর্গা

এস্তেহার দেওয়া জাইতেছে
জে ইঙ্গরেজী সন ১৮০০ সালের তাং ১০ সেতম্বর বুধবার প্রহর এক ঘড়ীর সময় মতালকে বাঙ্গলা ১২০৭ সাল তারিখ ২৭ ভাদ্র নিচের লিখিত লাটবন্দী মাফিক ইসটেট টীলমেন হেঙ্কল সাহেবের খরিদা তালুক ওয়গরহ মোং কলিকাতায় মেং টালা ও কোম্পানীর বাটীতে টরনীর হুকুম মাফিক এবং বন্দক তাহার স্থানে আছে তাহার সম্মতিতে নিলামে বিক্রয় হইবেক জে কেহ খরিদের বাসনা রাখহ তারিখ মযুকুরে ঐ মোকামে হাজির হইয়া খরিদ করিবা ইহাতে পোনের দাখিলের জে নিয়ম আছে তাহা সাহেব মযুকুরের দিগের স্থানে নিলামের পূর্বে জানিতে পারিবা...[৭৭]

প্রথম বাক্যটি খুব লম্বা এবং 'তাহার স্থানে আছে' বাক্যাংশটির অবস্থান ইংরেজির মতো হলেও, এই অনুচ্ছেদে বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। আরো একটা কারণে এ বিজ্ঞাপনটি উল্লেখযোগ্য। ১৭৮৫ থেকে কয়েক বছর প্রথমে ডানকান এবং পরে মেয়ারের নামে যেসব বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিলো, তার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনটির ভাষার আশ্চর্য রকমের মিল রয়েছে। এমন কি, কোনো কোনো বাক্যাংশও গতের মতো অভিন্ন।

উপসংহার

ফোর্ট উইলিআম কলেজের পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যের এ যাবৎ যেসব নমুনা পাওয়া গেছে, সে-সবের মধ্যে রয়েছে ১. চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ, ২. কিছু শাস্ত্রীয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, এবং ৩. খান-উনিশ মুদ্রিত আইন-গ্রন্থ ও সরকারী কাগজপত্র।

সেকালের চিঠিপত্রের অথবা দলিলদস্তাবেজের ভাষা সর্বত্র একই ধরনের, একথা বলা যায় না। বিষয়বস্তু, লেখকের শিক্ষা, ধর্মীয় পরিচয় এবং যার উদ্দেশ্যে লেখা তার শিক্ষা ও পরিবেশের ওপর তা নির্ভরশীল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশির ভাগ চিঠিপত্র এবং দলিল-দস্তাবেজের ভাষাতেই আরবি-ফারসি শব্দের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। অপর পক্ষে, মুদ্রিত আইনগ্রন্থগুলোর মধ্যে প্রাধান গ্রন্থগুলো------যেগুলো হয় ডানকান, নয়তো ফরস্টারের নামে প্রকাশিত---সেসবের ভাষাতে সংস্কৃতায়ণের ছাপ সুস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, বহু জায়গায় এই সংস্কৃতায়ণ চেষ্টাকৃত এবং কৃত্রিম। কেবল মেয়ার, চেরি এবং এডমনস্টোনের নামে প্রকাশিত ছোটো ছোটো কয়েকটি আইন গ্রন্থের ভাষা ভিন্ন ধরনের। মোট কথা, সেকালের দুশ্রেণীর ভাষার নমুনা এ যাবৎ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে একটিতে আছে আরবি--ফারসি শব্দের প্রাধান্য, অন্যটিতে সংস্কৃতের।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মধ্যবর্তী স্টাইলের কোনো বাংলা কি সে সময়ে চালু ছিলো না?

বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত বিজ্ঞাপনের ভাষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সে ধরনের বাংলাও সে যুগে প্রচলিত ছিলো। কেবল তাই নয়,

যেহেতু এই ভাষাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিলো, সে থেকে মনে হয়, এই ভাষাই ছিলো সবচেয়ে বেশি লোকের বোধগম্য এবং জনপ্রিয়। সজ্ঞানে সংস্কৃতধর্মী বাংলা চালু করার চেষ্টা করছিলেন ফরস্টার এবং তাঁর মুনশিরা, আর পুরোনো রীতিতে শিক্ষিত মুনশিরা মুসলিম আমলের স্টাইল তখনো আঁকড়ে রাখার প্রয়াস পান। কিন্তু সাধারণ মানুষদের যে ভাষা লিখিত না-থাকায়, হারিয়ে গেছে, আমার ধারণা, কোনো কোনো বিজ্ঞাপনে তারই আভাস পাওয়া যায়। আর সেজন্যেই, পুরোনো বাংলা গদ্যের ইতিহাস পুনর্নির্মাণের এই বিজ্ঞাপনগুলোর গুরুত্ব অসামান্য।

তথ্যনির্দেশ

১ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৪৯, প্রথম সং ১৯৩৪), পৃ. ৩-১৪

২ এসব গবেষণাকর্মের সংক্ষিপ্ত কিন্তু নিখুঁত পরিচয় দিয়েছেন আনিসুজ্জামান। দ্রষ্টব্য পুরোনো বাংলা গদ্য (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ২৫-৩৭

৩ ঐ, পৃ. ৪৯-৮৮

৪ বিস্তারিত তথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য: গোলাম মুরশিদ, বঙ্গদেশে মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদিযুগ। (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬)

৫ এই পত্রিকার নাম ছিল India Gazette। ১৭৮০ সালের ১৮ নভেম্বর এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। মুদ্রণ পারিপাট্যে হিকির পত্রিকার চেয়ে এটি ছিলো অনেক উন্নত।

৬ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞাপন প্রচারে সুবিধে হবে এই উদ্দেশ্যেই উইলেম বেল্টিস কলকাতায় প্রথম ছাপাখানা স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। হিকিও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন বলে কলকাতায় প্রথম ছাপা খানা স্থাপন করেছিলেন।

৭ সরকারী প্রেসের নাম ছিলো Honorable Co's Press। চার্লস উইলকিনসের তত্ত্বাবধানে এই প্রেস থেকেই ১৭৭৮ সালে হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। তারপর উইলকিনসের অধীনে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত এই ছাপাখানা সরাসরি কম্পানির হাতে ছিলো। কিন্তু তারপর এটি আধা-সরকারী রূপ নেয়। ফ্রানসিস গ্ল্যাডুইনসহ একে একে

অনেকেই এর পরিচালক ছিলেন। সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় Calcutta Gazette পত্রিকা এই প্রেস থেকেই মুদ্রিত হতো।

৮ গ্ল্যাডুইন এ পত্রিকা প্রকাশের জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করেন ২ ফেব্রুআরি ১৭৮৪ তারিখে। আবেদনপত্রে তিনি এই পত্রিকার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, এর মাধ্যমে সরকার কেবল ঘোষণা এবং বিজ্ঞপ্তিই প্রকাশ করতে পারবে না, বরং কম্পানির কর্মচারীরা পত্রিকায় প্রকাশিত ফারসি লেখা পড়ে সেই ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন। সরকার তাঁর প্রস্তাব মেনে নেয় ৯ ফেব্রুআরি। দ্রষ্টব্য Bengal Public Consultations, dated 9. 2. 1784.

৯ Calcutta Gazette, ২৫.৩.১৭৮৪। অতঃপর কেবল C.G. বলে উল্লেখিত।

১০ আনিসুজ্জামান, পৃ. ৮৫

১১ C.G. ১৫.৪.১৭৮৪

১২ C.G., ৯.৯.১৭৮৪। ১৬.৯ এবং ২৩.৯ তারিখে এই বিজ্ঞাপনটি পুনরায় প্রচারিত হয়।

১৩ C.G., ২৫.১১. ১৭৮৪। ২. ১২. তারিখে পুনরায় প্রকাশিত।

১৪ C.G., ১৬. ১২. ১৭৮৪

১৫ ঐ, ৩০. ১২. ১৭৮৪

১৬ বইটির নাম A treatise on Persian Writing, Illustrate by copper-plates, Intended to facilitate the acquirment of the art of writing the Nustaleek character with Elgence and correctness with corrections and notes in the margin ফোর্ট উইলিআম কলেজ থেকে ১৮০২ সালে এটি প্রকাশিত হয়। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে এর কপি আছে, তবে তার নামপত্রটি নেই।

১৭ বইটির পুরো নাম The Tutor, or a new English & Bengalee work, well adopted to teach the natives English, in three parts. সিক্ষ্যাগুরু/কিম্বা এক নৈতন ইংরেজি আর বাঙ্গালা বহি/ভালো উপযুক্ত আছে বাঙ্গালিদিগেরকে ইংরাজি সিক্ষা করাইতে। (Calcutta; J. Miller, 1797).

১৮ বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য: গোলাম মুরশিদ, 'হেনরি পিটস ফরস্টার: জীবনী ও অবদান', বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, ১৩৯২

১৯ ঐ

২০ C.G., ১.১১.১৭৮৭। ৮ এবং ১৫ নভেম্বর পুনরায় প্রকাশিত হয়।

২১ ঐ, ১৩.১১.১৭৮৮

২২ ঐ, ২৭.৭.৮৬

২৩ ঐ, ৩.৮.১৭৮৬। ১০.৮ তারিখে পুনরায় প্রকাশিত।

২৪ ঐ, ২৫.১০.১৭৮৭। ১.১১ তারিখে পুনরায় মুদ্রিত।

২৫ ঐ, ১২.৪.১৭৮৭। ১৯.৪ তারিখে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

২৬ ঐ, ৯.১১.১৭৮৬। পরবর্তী ১৬.২৩ এবং ৩০ নভেম্বরও বিজ্ঞাপনটি পুনরায় প্রকাশিত হয়।

২৭ ঐ, ১৩.১১.১৭৮৮

২৮ ঐ, ১৫.২.৮৭। ২২.২ তারিখে পুনরায় মুদ্রিত।

২৯ ঐ, ২২.১১.১৭৮৭। ২৯ নভেম্বর তারিখে পুনর্মুদ্রিত হয়।

৩০ ঐ, ১৯.৪.১৭৮৭। পরের সপ্তাহে পুনরায় মুদ্রিত।

৩১ ঐ, ১২.৫.১৭৮৭। ১৭.৫ তারিখে পুনর্মুদ্রিত।

৩২ ঐ, ২৮.৬.১৭৮৭। ৫ ও ১২ জুলাই পুনরায় প্রকাশিত।

৩৩ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পৃ. ২৭—২৮

৩৪ S.K Das, Early Bengali Prose : Carey to Vidyasagar (Calcutta : Bookland, 1966), pp. 89-91.

৩৫ সুকুমার সেন, পৃ. ২৯; গোলাম মুরশিদ, 'বাংলা ভাষায় সংস্কৃতায়ণ: একটি পুনর্বিবেচনা, বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা (১৩৯২)

৩৬ M.A. Qayyum, A Critical Study of the Bengali Grammars of Carey, Halhed and Haughton', PHD thesis, SOAS, London University, 1973, P. 167

৩৭ C.G., ২০.৫.১৭৮৪। ৩.২.১৭৮৫ তারিখে বিজ্ঞাপনটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

৩৮ ঐ, ১৭.২.১৭৮৫। পুনরায় ২৪.২. তারিখে।

৩৯ ঐ, ১৮১.১.৭৮৭। ইংরেজি অংশটি থেকে হয়তো অর্থ উদ্ধার করা সহজ হবে :—Whereas it has been the ancient and established Rule and Practice of this Government, that all goods imported into Calcutta whether by boat or otherwise, without a permit from the custom House, so as to have the same regularly entered there, and

the established duties paid, shall, if seized in the attempt, be confiscated to the profit of the government as well as all goods seized in the attempt of being shipped on any vessel in the River, withouth having beed first landed in the Town of Calcutta, and the Co's Duties paid thereon.

৪০ ঐ, ৩.৫.১৭৯২

৪১ ঐ, ২৬.২.১৭৯৫

৪২ ঐ

৪৩ ঐ, ২২.১১.১৭৮৭

৪৪ ঐ, ১৭.১.৮৮। দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হয় ২৪.১.১৭৮৮ তারিখে।

৪৫ ঐ, ২৯.১.১৭৮৮ (বিশেষ সংখ্যা)।

৪৬ ঐ, ৩১.১.১৭৮৮

৪৭ ঐ, ১৩.১২.১৭৮৭

৪৮ ঐ, ৯.২.১৭৮৬

৪৯ ঐ, ৮.১১.১৭৮৯

৫০ ঐ, ২২.১.১৭৮৯

৫১ ঐ, ৫.২.১৭৮৯ ; হে এবং চেরির যুগ্মনামে প্রকাশিত।

৫২ ঐ, ২৩.৭.১৭৮৯

৫৩ ঐ, ৪.৯.১৭৯৪। এডমনস্টোন প্রত্যায়িত।

৫৪ ঐ, ১৮.৩.১৭৯০। ২৫ মার্চ এবং ১ এপ্রিল এই বিজ্ঞাপনটি পুনরায় প্রচারিত হয়।

৫৫ ঐ, ২৬.৮.১৭৯০

৫৬ ঐ, ৬.৯.১৭৯২। পুনরায় প্রচারিত হয় ২৪.৯.১৭৯২ তারিখে।

৫৭ ঐ, ২.১.১৭৯৪

৫৮ ঐ, ১৯.৪.১৭৯৮। অতঃপর আরো ১৩টি দফা ছিলো।

৫৯ ফ্রানসিস গ্ল্যাডুইন কিছুকাল এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৬০ C. G., ২০.২.১৮০০

৬১ ঐ, ১৫.৫.১৮০০

৬২ ঐ, ১৩.৫.১৭৮৪। পুনরায় ২০.৫. ও ২৭. ৫ তারিখে মুদ্রিত।

৬৩ ঐ, ১৭.৬.১৭৮৪

৬৪ ঐ, ২৪.৩.১৭৮৫

৬৫ ঐ, ৩১.৩.৮৫

৬৬ ঐ, ৯.৮.১৭৯২। ১৬.৮ তারিখে পুনর্মুদ্রিত।

৬৭ ঐ, ১০.১১.১৭৮৫

৬৮ ঐ, ১৬.৮.১৭৮৭

৬৯ ঐ, ১৫.৯.১৭৯১। ২২.৯ তারিখে পুনর্মুদ্রিত। যাঁর নামে বাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, সেই উইলিআম চ্যাম্বার্স-এর মুনশি ছিলেন রামরাম বসু।

৭০ ঐ, ২২.৯.১৭৯১

৭১ ঐ, ২৪.১১.১৭৯১

৭২ ঐ, ২৭.২.১৭৯৪

৭৩ ঐ, ৭.১২.১৭৯৭

৭৪ ঐ, ১৩.৯.১৭৯৮

৭৫ ঐ, ২৭.৯.১৭৮৭

৭৬ ঐ, ২. ২. ১৭৯২

৭৭ ঐ, ১০. ৭. ১৮০০